ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 07 July 2021 ■ আগরতলা ০৭ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২২ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে প্রার্থী বাছাইয়ে দেশব্যাপী অভিন্ন যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা

নয়াদিল্লী, ৬ জুলাই।। উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মী, জন-অভিযোগ, পেনশন, আণবিক শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ জীতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, দেশজুড়ে ২০২২ সালের প্রথম দিকে অভিন্ন যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা (কমন এলিজিবিলিটি টেস্ট-সিইটি) অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা শুরু করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা থেকে কর্মপ্রার্থীদের বাছাই করা হবে। যদিও এ বছরের শেষে প্রথম পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু কোভিড মহামারীর কারণে তা পিছিয়ে গেল।

আইএএস আধিকারিকদের তথ্য সম্বলিত বৈদ্যুতিন পুস্তক সিভিল লিস্ট ২০২১এর প্রকাশ অনুষ্ঠানে ডঃ সিং জানান, কর্মী ও প্রশিক্ষণ দপ্তর সিইটি-র আয়োজন করবে। এর মাধ্যমে তরুণ চাকরি প্রার্থীদের সুবিধা হবে, বিশেষত যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন সেইসমস্ত চাকুরি প্রার্থীরা উপকৃত হবেন। যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই যুগান্তকারী সংস্কার বাস্তবায়িত করছেন। দেশের সর্বত্র যুবক-যুবতীরা চাকরি পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে এর ফলে সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, জাতীয় নিয়োগ সংস্থা (ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি-এনআরএ) সিইটি-র আয়োজনের সব দায়িত্বে রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর এনআরএ গঠন করা হয়েছে। স্টাফ সিলেকশন কমিশন, রেলওয়ে রিক্রুমেন্ট বোর্ড এবং ইন্সটিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশনের পরীক্ষাগুলি মাধ্যমে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলতো এখন থেকে তা সিইটি-র মাধ্যমে হবে।

ডাঃ সিং জানিয়েছেন, এনআরএ একটি বহুস্তরীয় ব্যবস্থাপনা যেখান থেকে পরীক্ষা নিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বি এবং সি গ্রুপের (নন-টেকনিক্যাল) পদের জন্য এখান থেকে কর্মী বাছাই করা হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। এরফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা অন্যান্য যেকোন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকলেই এই সুযোগ পাবেন। এছাড়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এক অনুপ্রেরণার নাম। তাঁর ন্যায় নীতি আদর্শে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত পথে ত্রিপুরা সঠিক দিশায় এগিয়ে চলেছে। ত্রিপুরার নতুন প্রজন্ম যাতে রাজ্যে থেকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার। ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২১ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। জম্মু-কাশ্মীর যাতে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় তা চেয়েছিলেন তিনি। সেই অঞ্চলের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ও আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতের শান্তি ও অখন্ডতা আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে, এই অজুহাতে একটা অংশ এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সেই প্রতিবাদের প্রতিফলন হলেও দীর্ঘ সময় ধরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দৃঢ়তার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে কাশ্মীরকে ভারতের উন্নয়নের মূলস্রোতে সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বছরের পর বছর ধরে ভূস্বর্গ ছিল উগ্রবাদ কবলিত। প্রধানমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ফলে এখন পরিস্থিতির বদল হয়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত কাশ্মীরেও এখন সমান্তরালভাবে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার স্বচ্ছতার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল হচ্ছে

।।অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ৬ জুলাই।। আগামীকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এজন্য আগামী দুইদিন সমস্ত বৈঠক বাতিল করে দিয়েছেন বলে সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন নতুন মুখ আসতে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রাণে, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া প্রমুখ। এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সতেরজন মন্ত্রীকেই আগামীকাল বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। অনেকের দপ্তর হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার কয়েকজনকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিদের কাজের রিপোর্ট কার্ড তৈরী করে নিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই মন্ত্রিসভার রদবদল ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মন্ত্রিসভার প্রথম দিকের চারজন মন্ত্রি পরিবর্তন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয়বারের মতো মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথম মন্ত্রিসভার রদবদল করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ টিকাকরণের সাথে সংস্পর্শকারীকে সনাক্ত করার পরামর্শ কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। করোনা আক্রান্তের প্রত্যেক সংস্পর্শকারীদের খুঁজে বের করতে এবং টিকাকরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিশেষজ্ঞ দল। স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে দুই সদস্যক বিশেষজ্ঞের দলের ওই পরামর্শের বিষয়ে জানা গেছে।

পশ্চিম জেলায় করোনার সংক্রমণ গড়ে ৫.১২ শতাংশের নীচে নামছে না। ফলে ডা: আর এন সিংহের নেতৃত্বে দুই সদস্যের টিম আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের দেবপ্রিয় বর্ধন এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: দেবাশীষ দাস সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকের সাথে বৈঠক করেছেন।

ডা: দাস জানিয়েছেন, বৈঠকে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল করোনা আক্রান্তের প্রত্যেক সংস্পর্শকারীদের খুঁজে বের করার জন্য অধিক গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাতে, নতুন করে সংক্রমন ছড়ানো আটকানো যাবে বলে তাদের বিশ্বাস। তিনি বলেন, করোনার প্রথম ঢেউ-র মতোই দ্বিতীয় ঢেউ-এও একই ভাবে সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। সাথে তিনি যোগ করেন, বিশেষজ্ঞ দল ত্রিপুরায় টিকাকরণ কর্মসূচির প্রসংসা করেছেন এবং ওই ধারা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। বৈঠকের আগে ওই বিশেষজ্ঞ দল কোভিড ওয়ার রুম এবং দুইটি টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা: দীপ কুমার দেববর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে কোভিড ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে, আমরা তাদের কাছ থেকে আরও উন্নত ব্যবস্থাপনা করার বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছি। তিনি জানান, গতকাল রাতে স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহার সাথে বৈঠকে ওই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগামীকাল ওই বিশেষজ্ঞ দল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করবেন। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। সাথে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের মতামত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবেন। তবে, সমস্ত বিষয়ে রিপোর্ট তৈরী করে ওই টিম কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকে জমা দেবেন। তার ভিত্তিতে আগামী দিনে ত্রিপুরায় কোভিড ব্যবস্থাপনা আরও ঢেলে সাজানো হতে পারে।

রাজ্যে তেজি হচ্ছে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। থামতেই চাইছে না করোনার সংক্রমণ। বরং ফের ত্রিপুরায় তেজি হচ্ছে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ এবং মৃত্যুর মিছিল। কেবল সুস্থতা সামান্য স্বস্তি দিয়ে যাচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪৭৪ জন করোনা আক্রান্ত, ৪ জনের মৃত্যু এবং ৪৭২ জন সুস্থ হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৯২০ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৭৪৩৩ জন মোট ৮৩৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ২২ জন এবং রেপিড এন্টিজেনে ৪৫২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৪৭৪ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৬৭ শতাংশ।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৭২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৪৮৬ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬৮১৫১ জন করোনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় নয়া রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন সত্যদেব নারায়ণ আর্য্য

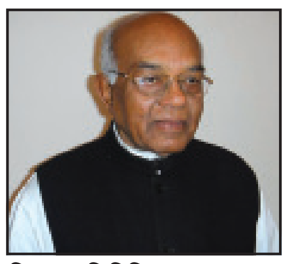

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরায় নয়া রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন সত্যদেব নারায়ণ আর্য্য। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সহ আটটি রাজ্যে নয়া রাজ্যপাল নিয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি। ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস-কে ঝাড়খন্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার ১৯তম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন সত্যদেব নারায়ন আর্য্য। তিনি রাজ্যপাল রমেশ বৈস-র স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। রমেশ বৈস ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই থেকে ত্রিপুরার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন।

এদিকে, হরিয়ানার ১৬তম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন সত্যদেব নারায়ন আর্য্য। ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই বিহারের নালন্দা জেলায় রাজগির গান্ধী তুলা এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কর্মকর্তা থেকে বিজেপি কর্মী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মাঝে ৫ বছর বাদ দিলে তিনি টানা বিহার বিধানসভায় সদস্য ছিলেন। ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিহার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। রাজ্যের খনি ও ভূতত্ত্ব মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগেন্দ্রনগরে রেলে পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার কুমারঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/কুমারঘাট, ৬ জুলাই।। মঙ্গলবার সাত সকালে রাজ্যের পৃথক স্থানে দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন রেলে কাটা পড়ে মারা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া কুমারঘাটের জঙ্গল এলাকায় এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

যোগেন্দ্র নগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির রেলে কাটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যে রেলে কাটা পড়ে প্রাণহানির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মঙ্গলবার সকালে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্র নগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির রেলে কাটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির নাম বীরেন্দ্র পাল। বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। বাড়ি প্রতাপগড় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা বিধি উলঙ্ঘন করে আন্দোলন গ্রেপ্তার করা হল চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অবিলম্বে চাকরিতে নিযুক্তি সহ অন্যান্য দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন

সংগঠিত করা হয়েছে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করেছে। রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের ২৩টি মহকুমায় দু''দিনব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট ফর ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠন। সদর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে প্রয়াত সহকর্মী শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্দোলন কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে।

এদিন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান শুরু হতেই পুলিশ আন্দোলনকারী শিক্ষকদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাতে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মূলত তিন দফা দাবিতে তারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার এবং বুধবার দু''দিনব্যাপী রাজ্যের ২৩টি মহকুমাতে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকুরিচ্যুত প্রত্যেক শিক্ষককে স্থায়ী নিযুক্তি দিতে হবে। এখনো পর্যন্ত ১০৪ জন শিক্ষক মারা গিয়েছেন। মৃত প্রত্যেক শিক্ষকের পরিবারে ডাই ইন হার্নেস প্রকল্পে চাকরি দিতে হবে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ শিক্ষক চাকুরীতে থাকাকালীন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। চাকরিচ্যুত হওয়ার পর তাদের পক্ষে ঋণের টাকা এই মুহূর্তে মিটিয়ে দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত, এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদীরা নতুন করে তৎপরতা শুরু করেছে ঃ সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রাজ্যে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র নেই বলে সুর চড়ালেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদীরা নতুন করে তৎপরতা শুরু করেছে বলেও তিনি গভীর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এ-সমস্ত বিষয় তুলে ধরে তিনি ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তাঁর কথায়, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে রাজ্যে আইনের শাসন ভূলুন্ঠিত। আইনের শাসন ও গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এসব বিষয়ে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে, তীব্র সমালোচনার সুরে বলেন তিনি।

এদিন তিনি দাবি করেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলেও পুলিশ সঠিক দায়িত্ব পালন করছে না। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো হচ্ছে। সংবিধান ও আইন যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব পালন করছে না পুলিশ। তারা শাসকদলের নির্দেশে কাজ করে চলেছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই রাজ্যে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। সাথে বাড়ছে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা। এ বিষয়ে তিনি সাম্প্রতিককালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানী পুর এলাকায় ৪ জনকে হত্যার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। কাঞ্চনপুরেও এ-ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যে নারী নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন সহ প্রতিদিন খুন, অস্বাভাবিক মৃত্যু, লাশ উদ্ধার ইত্যাদির ঘটনা বেড়েই চলেছে, উষ্মা প্রকাশ করেন।

তিনি উদ্বেগের সুরে বলেন, রাজধানী আগরতলা শহরে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি সম্প্রতি আগরতলা পশ্চিম থানার নাকের ডগায় এক ভিখারিনী বৃদ্ধার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে না পারে সেজন্যই কোভিডকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বলে তিনি ত্রিপুরা সরকারকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য থেকে প্রায় ৬০০ কেজি কাঠাল পাঠানো হল দুবাই, আজ যাবে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরার সুস্বাদু কাঠাল রওয়ানা দিল সদুর দুবাই। আজ প্রায় ৬০০ কেজি কাঠাল দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল ২ মেট্রিক টন কাঠাল ইংল্যান্ড যাবে। ত্রিপুরার কৃষিজ পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধিতে আগামীদিনে ত্রিপুরার কৃষকরা দারুন উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা উদ্যানপালন দফতরের অধিকর্তা ড় ফণী ভূষণ জমাতিয়া বলেন, আজ বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে দুবাইতে কাঠাল পাঠানো হয়েছে। ইতিপূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে ইংল্যান্ড কাঠাল পাঠানো হয়েছিল। আজ প্রায় ৬০০ কেজি কাঠাল দিল্লি হয়ে দুবাই যাচ্ছে। তাঁর কথায়, গত মাস থেকেই কাঠাল বিদেশে রপ্তানি করা শুরু হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ১২০০ কেজি কাঠাল ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছিল। ওই কাঠাল তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আগামীকাল ২ মেট্রিক টন

কাঠাল গুয়াহাটি হয়ে ইংল্যান্ড যাবে।

তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকার সরাসরি কৃষিজ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করছে না। তবে, চাহিদা অনুযায়ী অর্ডার বেসরকারী সংস্থাকে দেওয়া হয়। তারাই পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁর বক্তব্য, পণ্যের মূল্য এবং গুণমান সমস্ত কিছুই বেসরকারী সংস্থা নির্ধারণ করছে। ত্রিপুরা সরকার শুধুই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার কাঠাল ইতিমধ্যে দেশীয় বাজারে দারুন চাহিদা রয়েছে। কর্ণাটক, ভুবনেশ্বর থেকে ইতিমধ্যে প্রচুর অর্ডার আসছে। এখন বিদেশে রপ্তানির মাত্রা বেড়ে গেলে কৃষকরা আরও উপকৃত হবেন।

এদিন তিনি জানান, ইংল্যান্ড-এ ৩ থেকে ৪ কেজি ওজনের কাঠাল পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, দুবাইতে ৬ থেকে ৭ কেজি ওজনের এবং গোলাকৃতি ধরনের কাঠালের চাহিদা ছিল। সে মতোই কাঠাল দুবাইতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ইংল্যান্ড থেকেও কাঠালের গুনমান সন্তোষজনক বলে জানানো হয়েছে। তাই, আগামীকাল ২ মেট্রিক টন কাঠাল ইংল্যান্ড-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। তাঁর মতে, প্রত্যেক কাঠালে ৩০ থেকে ৪০ টাকা দর পাওয়া যাচ্ছে। ফলে, রপ্তানি বাড়লে কৃষকরা আরও উপকৃত হবে।

ড় ফণী ভূষণ জমাতিয়া বলেন, দেশীয় বাজারে এপিডা-র মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করা হয়। চাহিদা অনুসারে আমাদের কাছে অর্ডার আসে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ বিলোপ ব্যথিত বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ বিলোপ করায় বাংলাদেশের ২০ জন নাগরিক যৌথ বিবৃতি দিয়ে মনের ব্যথা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্মৃতিস্তম্ভটি যথাস্থানে স্বমহিমায় পুন:স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, বাংলাদেশের লেখক ও ভাষা সংগ্রামী আব্দুল গাফফার চৌধুরী, কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক অনুপম সেন, নাট্য-ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মুক্তিযোদ্ধা, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ডা. সারওয়ার আলী, মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা সৈয়দ হাসান ইমাম, সাংবাদিক আবেদ খান, মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেত্রী লায়লা হাসান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক আবদুস সেলিম, মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল্লাহ খান বাদল, বীরপ্রতীক হাবীবুল আলম, লেখক, সাংবাদিক, সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর কমান্ডারসফোরাম'৭১-র কার্যনির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা, নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক হারুন হাবীব, ইতিহাসবিদ, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, প্রাবন্ধিক ও ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মফিদুল হক, ইতিহাসবিদ, উপাচার্য, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, সংসদ সদস্য ও নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জাম নূর এবং সংসদ সদস্য ও নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জাম নূর।

তাঁদের বক্তব্য, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথা ত্রিপুরার মানুষের বিশাল সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার কেন্দ্রস্থল পোষ্ট অফিস চৌমুহনীর ৪০ ফুট উঁচু শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি ভারত ও বাংলাদেশের গণমানুষের অভিন্ন মুক্তির আকাঙ্খা ও সৌহার্দ্যরে অন্যতম প্রধান স্মৃতিচিহ্ন, যা দুই দেশের বীর শহীদদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৫৭ ▫ ৭ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ২২ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাস্তবতা ও অপপ্রচার

'সন্ত্রাসবাদ' পৃথিবীব্যাপী পরিচিত একটি বহুল আলোচিত পরিভাষা। কম-বেশি বহু দেশে সন্ত্রাসবাদ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় সন্ত্রাসের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যাপকতা শান্তিপ্রিয় মানুষকে অতিশয় সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অভিশাপ এবং মানবতার প্রতি চরম হুমকি। রাজনৈতিক কারণে হোক বা অন্য কোনো ব্যাপারে স্বার্থসিদ্ধি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার নিমিত্তে, বোমা বিস্ফোরণ, অপহরণ, ভয়-ভীতি বা গুপ্তহত্যার মতো ঘৃণ্য কাজ করাই হইল 'সন্ত্রাসবাদ'; যা সভ্য সমাজে সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়। সন্ত্রাসের কোনো ধর্মীয় ভিত্তি নাই।ভীতি সৃষ্টি হত্যার চাইতেও মারাত্মক। - ধর্ম, বর্ণ, জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে সব মানুষের প্রাণ, সম্পদ, মর্যাদা অত্যন্ত পবিত্র। 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করিল। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করিল।' জোর করিয়া, শক্তি প্রয়োগ করিয়া বা অস্ত্রের বলে আদর্শ কোথাও প্রচারিত হয়নি। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে শাসকদের অনেক সময় প্রতিপক্ষ শক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধে 'কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সামাজিক নৈরাজ্য ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। সাধারণত যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানবাধিকার ক্ষুণ হয়, মানবিক আচরণ ব্যাহত হয়, নির্বিচারে মানুষ মারা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ গোটা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাস নৃশংসতার উন্মত্ত তাণ্ডবের রক্তাক্ত দলিল।

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আগে নির্দিষ্ট কতিপয় দেশে বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, ইদানীং পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত সশস্ত্র লোকেরা হামলা করিবার জন্য মার্কেট, হোটেল, গণপরিবহনের স্টেশন, বিমানবন্দর, ধর্মীয় উপাসনালয়, প্রভৃতি স্থানকে বাঁচিয়া নেয়। এখন পৃথিবীর কোনো জায়গাই আর নিরাপদ নয়; সবাই ঝুঁকিতে। সন্ত্রাসবাদের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই। ধর্মকে এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় স্বার্থ হাসিলের জন্য। ধর্ম এখানে মূল অবলম্বন নয়, অনুষঙ্গ মাত্র। হাতছানি তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করে, তাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য, মিথ্যা ও কাল্পনিক। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, এখন সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে যুক্ত তরুণরা সমাজের অতি বিত্তশালীদের সন্তান, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ও দেশ-বিদেশের নামী-দামি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। সমাজ বিশ্লেষকদের অভিমত, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতার জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দায়ী নয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা বহুমুখী। কেবল সরকার বা রাষ্ট্রের পক্ষে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এ ব্যাপারে সংগঠিত করিতে হইবে। সামাজিক শক্তিগুলোকে এক করিতে হইবে। জনসম্পৃক্ততা যেকোনো উদ্যোগের সবচেয়ে বড় শক্তি।

প্রতিনিধিত্বশীল বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলায় রাজনৈতিক সংলাপের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভারতসহ বহু দেশে এ সংস্কৃতি চালু আছে।

কলকাতা প্রেসক্লাবে সম্বর্ধিত দিল্লীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : বাংলাদেশ হাইকমিশন, দিল্লীতে কর্মরত মিনিস্টার (প্রেস)-কে সম্বর্ধনা জানালেন, কলকাতা প্রেস ক্লাব। মঙ্গলবার ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীস সুর ও সাধারণ সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক এই সম্বর্ধনা জানান। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিভিন্ন দৈনিকের সাংবাদিকগণ এবং বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতার প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল।

শাবান মাহমুদ-কে কলকাতা প্রেসক্লাবের সম্মেলনকক্ষে স্মারক এবং উত্তরীয়"র মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয়। আবেগঘন পরিবেশে মাহমুদ জানান, "আমি যে প্রেসক্লাবে আজ সম্মানিত হলাম এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের জায়গা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে কলকাতা প্রেসক্লাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।" মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য সাংবাদিকগণ এই কলকাতা প্রেসক্লাবের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুকুল রায়কে ব্যক্তিগত শোকবার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : স্ত্রী কৃষ্ণা রায়ের মৃত্যুতে বিধায়ক মুকুল রায়কে ব্যক্তিগত শোক বার্তা পাঠালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ব্যক্তিগত ভাবে মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে স্ত্রী-বিয়োগের সমবেদনা জানিয়েছেন মুকুলকে। বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বিধায়ক হওয়া মুকুল রায় কিছুদিন আগেই পুরনো দল তৃণমূলে ফিরেছেন। তৃণমূলে মুকুলের এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে শুভেন্দুবাবু প্রকাশ্যেই আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছিলেন মুকুলের বিরুদ্ধে। জনপ্রতিনিধি আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন। এমনকি মুকুলবাবুকে বিধায়ক পদ ছাড়তে বাধ্য করবেন বলেও মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু। মঙ্গলবার কৃষ্ণা রায়ের মৃত্যুর মুকুলকে মোবাইল বার্তা পাঠানো প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি বলেন, "(মুকুলের সঙ্গে) ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই এই মেসেজ পাঠিয়েছি।"

বিজেপিতে মুকুল-শুভেন্দুর সুসম্পর্কের বিশেষ উদাহরণ না থাকলেও দু'জনের মধ্যে তিক্ততা প্রকাশ্যে আসেনি কখনও। যদিও রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা বিজেপিতে শুভেন্দুবাবু যোগ দেওয়ার পরই মুকুলবাবুর গুরুত্ব কিছুটা কমতে শুরু করেছিল। বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলার বিধানসভা ভোটে বিজেপির মুখ হয়ে উঠেছিলেন শুভেন্দুবাবুই। তবে রাজনৈতিক সম্পর্ক যা-ই হোক ব্যক্তিগত সৌজন্য যে তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, মঙ্গলবার মুকুল রায়কে ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে কি তাই বোঝাতে চাইলেন শুভেন্দুবাবু ? হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.): বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার দিল্লির বাড়িতে গেছেন দাবি করে সম্প্রতি সরব তৃণমূল নেতারা। এই তালিকায় ছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও। তবে এহেন কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার অভিযোগ উঠছে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার দিল্লির বাড়িতে ঢোকার চেষ্টার করেন তিনি। জানা গেছে, মঙ্গলবার বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে কুণাল ঘোষ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বাড়িতে পৌঁছে যান। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্টে না থাকায় তাকে ঢুকতে দেননি দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা। ঢুকতে না পারায় এরপর কিছু কাগজ নিরাপত্তারক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে সেখান থেকে চলে যান কুণাল ঘোষ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই তুষার মেহতার বাড়িতে গিয়েছিলেন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তুষার মেহতা এবং শুভেন্দুবাবু দুই জনেই পরে জানান যে তাঁরা দেখা করেননি। তবে এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা জারি রয়েছে। কারণ শুভেন্দুবাবু নিজে নারদ কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত। এবং সেই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। এদিকে তুষার মেহতা সলিসিটর জেনারেল হিসেবে সিবিআই-এর আইনজীবী।

এবিষয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যাতে সলিসিটর জেনারেল পদ থেকে তুষার মেহতা অপসারণ করা হয়। এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আক্রমণ শানিয়েছেন। কুণাল ঘোষও প্রথম থেকে এই ঘটনায় শুভেন্দু এবং তুষার মেহতাকে তোপ দেগে আসছেন। এবার সেই কুণাল ঘোষই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বাড়ির দারজা।

গ্রামের কৃষকদের উপেক্ষা করে দেশ ও সমাজের উন্নতি কোনওমতেই সম্ভব নয়

সুকমল দালাল

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আসমুদ্র হিমাচল পর্যটন করে দেশের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর স্বপ্নের ভারত কোনও অভিজাত বা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর স্বপ্নের ভারত ছড়িয়ে রয়েছে গ্রাম্যজীবনে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে -মালো-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক কারখানা থেকে, হাঁট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালর উনুনের পাশ থেকে বেরুক ঝোপ-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে'। এই ভারত চেতনা থেকেই স্পষ্টত বোঝা যায় তাঁর গ্রামজীবনের প্রতি ভালোবাসা। তিনি আরও বলেছেন---'দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবনের স্পন্দন'। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন দেশের উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র্য দূরীকরণের নিবিড় যোগ আছে। আমাদের এই গ্রাম প্রধান দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকাজ। দেশের একটা বড় অংশের মানুষ গ্রামে বাস করেন, তাঁরা চাষআবাদের উপর নির্ভরশীল। তাই নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে স্বামীজি সবাইকে মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। গ্রামীণ কৃষিজীবীদের সার্বিক উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় স্বামীজি দেশের অনুন্নত চাষিদের অবস্থা দেখে উপলব্ধি করেছিলেন

আধুনিক প্রযুক্তির নানাবিধ কলাকৌশল গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিশেষ দরকার। অন্যদিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিদেশে কৃষিকাজের উন্নতি। বিজ্ঞানের সঙ্গে কৃষির সমন্বয়সাধন গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম পথ বলে মনে করতেন বিবেকানন্দ। গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক সংস্থান গ্রামীণ কৃষি শিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। গ্রামনির্ভর অর্থনীতির বাস্তব দিকটি স্বামীজি মনোপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে তিনি বলেছিলেন - 'পল্লিগ্রামে বাসকরলে পরমায়ু বাড়বে। রোগও প্রায় হয় না। ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভালা হয়ে ওঠে। লেখাপড়া জানা লোক পল্লিগ্রামে বাসকরলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞানের সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশি হয়। চাষিদের চোখ খুলে যায়। তাদেরও একটু অধটু বুদ্ধি খোলে। বর্তমান সময়ে স্বামীজির এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। আজকের কৃষিব্যবস্থার লক্ষ্য করলে তা ভালোভাবে বোঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন যে, গ্রামের কৃষকদের উপেক্ষা করে দেশও সমাজের উন্নতি কোনওমতে সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও ভালোবাসা ছিল অগাধ। গ্রামের মানুষদের প্রতি অবহেলা, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা স্বামীজির সংবেদনশীল মনকে প্রবলভাবে আঘাত করে। দারিদ্রের ভয়াবহতাকে তিনি দেশের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন---এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে শিক্ষা দিচ্ছি, এ পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদের বলতেন না? স্বামী বিবেকানন্দের গ্রাম ভাবনার মূল কথা ছিল আগে অন্নের সংস্থান। যা দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের পুণ্যভূমিতে রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বকে সেবাধর্মের কেন্দ্ররূপে অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদানের কাজ করে চলেছে। এইসবের মাধ্যমে তিনি মানুষের দুর্গতি দূর করতে সাদুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন---আমাদের মিশন নিঃস্ব, গরিব, নিরক্ষর, চাষি মানুষের জন্য। তাদের জন্য সবকিছু করার পর যদি সময় অতিরিক্ত থাকে তাহলেই ভদ্রলোকদের জন্য সে সময় নিয়োজিত হবে। কৃষির সার্বিক উন্নতিতে সুস্থ সবল গ্রাম গড়ে তুলতে স্বামীজির পরিকল্পনা ছিল কর্মশালার উপর জোর দেওয়া। যাতে গ্রামবাসীরা জ্ঞান অর্জন অভিজ্ঞতা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রামজীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। স্বামীজি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন নারী জাতির উন্নতি ছাড়া গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামীণ মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা পেলে তার নিজেরাই স ব সরক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। গ্রামের তরুণীদের ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, রন্ধন, সেলাই ও শরীরপালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর কথায় কেবল পূজা পদ্ধতি শিখিলেই চলিবে না, সর্ব বিষয়ে চোখে ফুটাইয়া দিতে হইবে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন প্রতিটি গ্রাম হবে স্নিগ্ধ সুন্দর। গ্রামবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে জনশিক্ষা ও সংস্কৃতি মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান সময়ে হিংসা, বিভেদ, দলাদলিতে মূলবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাঁর স্বপ্নের গ্রামজীবন বিপর্যস্ত। আমরা কি ঠিকমতো মানতে পেরেছি তাঁর দেখানো পথ? কৃষকরা আজও বঞ্চিত। এমন দুঃসময়ে স্বামীজির দেখানো পথ ঠিকবাবে বাস্তবে মানতে পারলে তাঁর স্বপ্নের ভারতের গ্রামজীবন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আর মাত্র ৪৭ বছর

গৌতম পাল

পরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ না-থাকায় ভারতে জ্বালানি তেলের (মূলত পেট্রোল ও ডিজেলের) মূল্য বিদ্যুৎগতিতে বাড়ছে। মুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তেল কোম্পানিগুলি বহির্বিশ্ব থেকে আমদানীকৃত অপরিশোধিত তেলের (ক্রুড অয়েল) মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নির্ধারণ করছে (যদিও অন্যান্য অনেক শর্ত তেলের মূল্য নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত)।

সরকারি কোষাগারের উপার্জন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিক্রিত পেট্রোল ও ডিজেলের উপর শুধুমাত্র শুল্ক চাপিয়েই সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব শেষ করছে এবং কুম্ভীরাশ্রু নিক্ষেপ করছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যেই প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ১০০ টাকা (১০২-১০৭ টাকা) প্রতি লিটার অতিক্রম করেছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ১০০ টাকার উপকণ্ঠে (উত্তরপ্রদেশে প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ৯৩.৫০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ৯৬ টাকা, দিল্লিতে ৯৬ টাকা) ডিজেলের মূল্যও পেট্রোলের মতো অতিদ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। প্রতি লিটার ডিজেলের বিক্রয়মূল্য ইতিমধ্যেই ৯০ টাকা ছাড়িয়েছে (৯১ টাকা থেকে ৯৫ টাকার মধ্যে।

উল্লেখ্য, জ্বালানি তেল উৎপাদনে আমাদের দেশ ভারত কিন্তু পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল নয়। ভারতে জ্বালানি তেলের মোট চাহিদার প্রায় ১৮ শতাংশ পূরণ করা হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে এবং অবশিষ্ট ৮২ শতাংশ চাহিদার জোগান আসছে বহির্বিশ্ব থেকে অপরিশোধিত তেলের আমদানির মাধ্যমে। সুতরাং আমদানি করা (বা বহির্বিশ্ব থেকে ক্রয় করাঃ জ্বালানি তেলের কার্যকর ব্যবহার এবং মূল্য নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে পটুত্ব থাকা দরকার, তা এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, জ্বালানি তেলের টেকসই ব্যবস্থাপনার (সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্ট) কোনও নীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত প্রণয়ন করেনি। সরকারের উদাসীনতা এবং নাগরিকদের অসচেতনতায় আগামী দশকগুলিতে ভারতে জ্বালানি তেলের যে অভূতপূর্ব সংকট তৈরি হতে চলেছে এবং তার ফলে যে আর্ত-সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। ২০১৯ সালের শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে উৎপাদনযোগ্য অপরিশোধিত তেলের মোট পরিমাণ প্রায় ১.৭৩ লক্ষ কোটি ব্যারেল ৯উল্লেখ্য, একটি ব্যারেলের মধ্যে ১৫৯ লিটার তেল থাকে)। উক্ত মোট সঞ্চয়ে ভারতের অবদান মাত্র ০.৩ শতাংশ (অপরিশোধিত তেল সঞ্চয়ের নিরিখে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান তম)। অবতরণ ক্রম অনুসারে বিশ্বের প্রথম ১০টি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল সঞ্চয়কারী দেশ হল যথাক্রমে--- ভেনেজুয়েলা (সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩০৪০০ কোটি বখ্যারেল), সৌদি আরব (২৯৮০০ কোটি ব্যারেল), কানাডা (১৭০০০ কোটি ব্যারেল), ইরান (১৫৬০০ কোটি ব্যারেল), রাশিয়া (১০৭০০ কোটি ব্যারেল), কুয়েত (৯০২০০ কোটি ব্যারেল), সংযুক্ত আরব আমিরাশাহি (৯৮০০ কোটি ব্যারেল)। ২০১৮ পর্যন্ত ভারতে উৎপাদনযোগ্য অপরিশোধিত তেলের মোট সঞ্চয় রয়েছে মাত্র ৪১৬ কোটি ব্যারেল। উক্ত সঞ্চয়ের প্রায় ৯৬ শতাংশ রয়েছে অসম, গুজরাত এবং রাজস্থানের উপকূলীয় (অন-শোর), এবং বম্বে-বাই সমুদ্রতীরাতিক্রান্ত (অফ-শোর) তেল ভাণ্ডারে। বিশ্বে মোট সঞ্চিত অপরিশোধিত তেলের সিংহভাগ ভোগ করছে (বা খরচ করছে) মূলত চারটি দেশ---আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (২০.৩১ শতাংশ), তিন (১৩.২ শতাংশ), ভারত (৪.৬ শতাংশ) এবং জাপান (৪.১ শতাংশ)। উল্লেখ্য, ভারতে বর্তমানে প্রতিদিন অপরিশোধিত তেলের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪৪.৪৩ লক্ষ ব্যারেলের। দেশে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যতিরেকে (বা জাগান বাদ দিয়ে) প্রতিদিনের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৩৪.২৬ লক্ষ ব্যারেল। এই বিপুল ঘাটতির পুরোটাই কিনতে হয় বহির্বিশ্বের তেল-সমৃদ্ধ দেশ থেকে। আমদানীকৃত তেলের প্রায় ৮৬ শতাংশ সরবরাহ করছে তেল রফতানিকারী রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব এবং বেনেজুয়েলা), সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং নাইজেরিয়া। নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাবে এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিধিনিষধ বা নিয়ন্ত্রণের শৈথিল্যে পেট্রোল এবং ডিজেলের প্রাত্যাহিত চাহিদা যেমন বিদ্যুৎগতিতে বাড়ছে, তেমনই বিদ্যুৎগতিতে মূল্যাবৃদ্ধি ঘটছে পেট্রোল ও ডিজেলের। উল্লেখ করা যেতে পারে, সমগ্র বিশ্বে পুনরায় যদি নতুন কোনও তেলভাণ্ডার আবিষ্কৃত না হয় এবং বর্তমান খরচ বজায় থাকে, তাহলে আগামী ৪৭

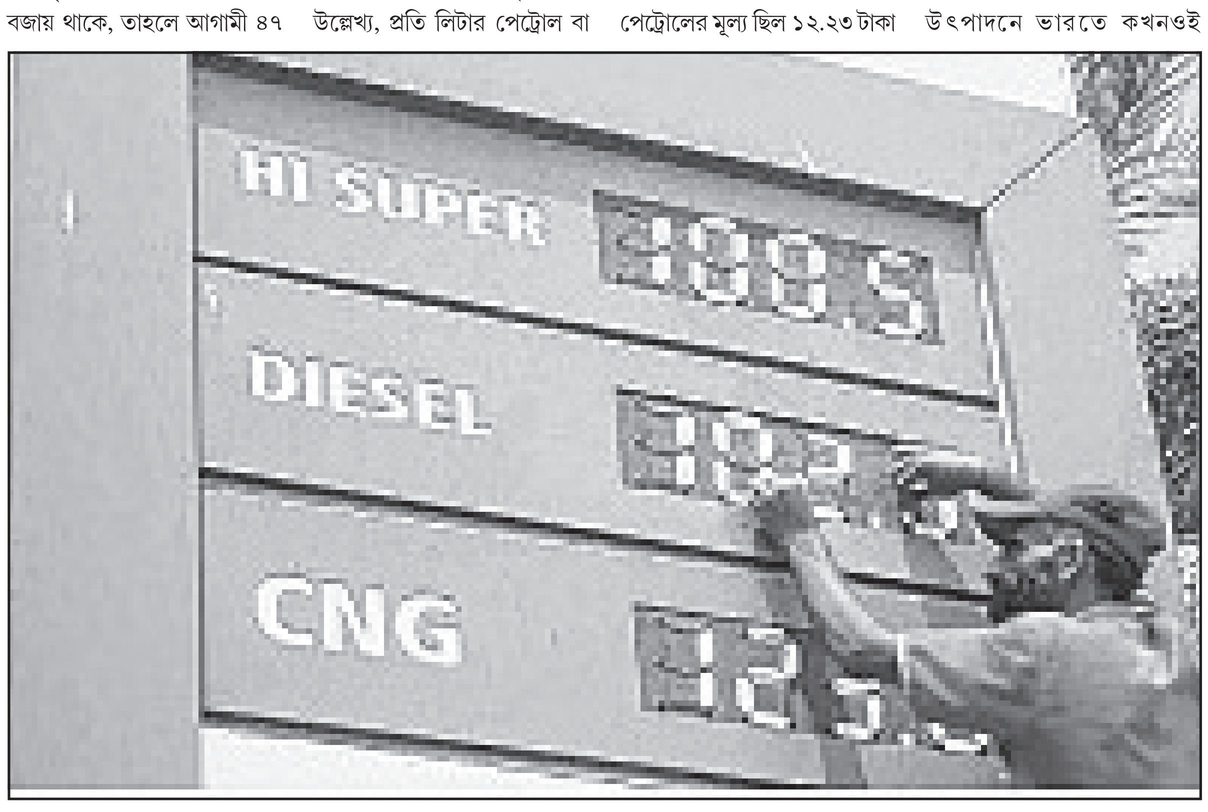

বছরের মধ্যে বিশ্বের অপরিশোধিত তেলের মোট সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও ভারতের মোট সঞ্চয় তার আগেই ফুরিয়ে যাবে।

ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নির্ধারণের বাস্তবতা আলোচনা করা দরকার মূল্য সংক্রান্ত অভিমত প্রকাশের পূর্বে। প্রতি লিটার পেট্রোল বা ডিজেলের মূল্য নির্ধারিত হয় অনেকগুলি শর্ত বিবেচনা করে। এই শর্তগুলি হল---আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য বা খরচ বরাদ ব্যয়, ডিলারদের জন্য নির্ধারিত মূল্য, ডিলারদের কমিশন বাবদ ব্যয়, কেন্দ্রীয় শুল্ক, বিক্রয় কর বা ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স), সরকার আরোপিত কর (যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক), পেট্রোল বা ডিজেলের চাহিদা, পরিশোধনাগারের খরচ অনুপাত এবং পরিবহণজনিত খরচ ইত্যাদি। পরিবহণজনিত ব্যয় এবং প্রাদেশিক সরকার আরোপিত শুল্কের ভিন্নতার জন্যই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল বা ডিজেলের প্রতি লিটার দামের মধ্যে কিছুটা ফারাক তৈরি হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের নিরিখে প্রতি লিটার পেট্রোল বা ডিজেলের বর্তমান মূল্য সবচেয়ে বেশি হংকংয়ে, এবং পেট্রোল বা ডিজেল সবচেয়ে সস্তা ভেনেজুয়েলায়। উল্লেখ্য, প্রতি লিটার পেট্রোল বা ডিজেলের মূল্য অনুসারে সমগ্র বিশ্বে ভারতের অবস্থান ৫৮ তম স্থানে। শুনতে অবাক লাগবে যে, প্রতি লিটার পেট্রোলের খুচবো মূল্যের প্রায় ৬০ শতাংশ এবং ডিজেলের খুচরো মূল্যের প্রায় ৫৪ শতাংশ (প্রতি লিটারের মোট মূল্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) হল যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাদেশিক সরকারের সম্মিলিত শুল্ক বা কর। অর্থাৎ ১ লিটার পেট্রোলের বর্তমান বিক্রয়মূল্য যদি ১০০ টাকা হয়, তাহলে ক্রেতাকে ১ লিটারপেট্রোল ক্রয় করার সময় ১০০ টাকার মধ্যে ৬০ টাকা যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে শুল্ক বা কর বাবদ ব্যয় করতে হয়। বর্তমানে, প্রতি লিটার পেট্রোলের মোট মূল্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মোট শুল্ক বা কর আবগারি শুল্ক) আরোপিত থাকে প্রায় ৩৩ টাকা (ডিজেলের ক্ষেত্রে 'রায় ৩২ টাকা) এবং প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের শুল্ক আরোপিত থাকে প্রায় ২০ টাকা। অথচ, জ্বালানি তেল সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতি লিটার পেট্রোল বা ডিজেলের মোট মূল্য নির্ধারণে সরকারের শুল্ক ছিল গৌণ এবং অপরিশোধিত তেলের ক্রয়মূল্য ছিল মূখ্য। এই কারণেই আগের নিয়মে পেট্রোল বা ডিজেলের প্রতি লিটারের বিক্রয়মূল্য চিল অনেক কম (যথা—১৯৯০ সালে প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ছিল ১২.২৩ টাকা এবংল ১৪.৬২ টাকা) সুতরাং, দাম নির্ধারণে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্রয়মূল্যকে মূখ্য শর্ত হিসাবে বিবেচনা করলে এবং সরকারি শুল্ক যুক্তিসংগত করলে প্রতি লিটার পেট্রোল বা ডিজেলের বিক্রয়মূল্য বর্তমান মূল্যের অর্ধেক হয়ে যাবে। অর্থাৎ,বর্তমানে প্রতি লিটার পেট্রোল ৫০ টাকায় এবং ডিজেল ৪৫ টাকায় কেনা যাবে। অথচ, যুক্তরাষ্ট্র সরকার চোখ বন্ধ করে রয়েছে বেশি রাজস্ব উপার্জনের জন্য। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লেও এই সংক্রান্ত কোনও নীতি প্রণয়ন করছে না, কেবল আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। শক্তিই মানবসভ্যতার চালক। জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) প্রথাগত শক্তির প্রধান উৎস। ভারতে কয়লা যথেষ্ট সঞ্চিত থাকায় কয়লা-নির্ভর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত যথেষ্ট আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু, পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয় ভারতের অতি নগণ্য হওয়ায় জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পেট্রোলিয়ামের (অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েল) উপর মূলত নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ জ্বালানি তেল (পেট্রোল এবং ডিজেল) উৎপাদনে ভারতে কখনওই স্বনির্ভর নয়। অথচ, মোটরগাড়ির ইন্ধন হিসাবে, জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে, কৃষি উৎপাদনে, কৃষিজও শিল্পজাত পণ্যের পরিবহণে এবং রেলগাড়ির ইঞ্জিনের ইন্ধন হিসাবে জ্বালানি তেল অপরিহার্য। এই কারণে জ্বালানি তেল অপরিহার্য। এই কারণে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়লে কেবল পরিবহণ বাবদ ব্যয় বহু গুণ দাঁড়াবে এবং তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পণ্য এবং খাদ্যপণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। দেশের জিডিপি-র বৃদ্ধি অনির্বাযভাবে শ্লথ হবে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে (বা অভাবে) ভারতে ভয়াবহ অর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হতে পারে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে অনুপ্রবেশের দায়ে ৮ বাংলাদেশি আটক

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৬ জুলাই।। নওগাঁর সাপাহার সীমান্তে অনুপ্রবেশের দায়ে ৮ বাংলাদেশিকে পুলিশে দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জুলাই) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ১৬-বিজিবি হাপানিয়া বিওপি ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করে সাপাহার থানায় সোপার্দ করেন।

আটকরা হলেন,সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের আব্দুর রহমান গাজীর ছেলে জহুর আলী গাজী (৩৭), শ্যামনগরের শামসুর রহমান গাজীর ছেলে হাসান আলী (৩২), আবু হাসানের স্ত্রী নুরনাহার বেগম (২৭) এবং একই থানা ও জহর আলী গাজীর মেয়ে সালমা পারভীন (৩০), জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার আতিয়ার রহমানের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৭), নড়াইলের কালিয়া থানার আলিফ খালাসীর মেয়ে সোনিয়া খাতুন (২৫), ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার জাহাঙ্গীর আকন্দের মেয়ে সাদিয়া খন্দকার ইভা (২৪) এবং কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থানার আবুল হোসেনের মেয়ে পপি আক্তার (২১)।

১৬-বিজিবি হাপানিয়া ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার আজিজুল ইসলাম বলেন, আটকরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে দমদম সেন্ট্রল জেলে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করেন। সাজা শেষে সোমবার (৫ জুলাই) তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। পরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা ভোররাতে ভারতীয় পান্নাপুর সীমান্ত পিলার ১৫৯ এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠান। এসময় হাপানিয়া ক্যাম্পের জোয়ানরা টহলরত অবস্থায় তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২৩৭ নম্বর পিলার এলাকায় পুনর্ভবা নদীতে সাঁতার কেটে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেন। পরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের হরিণ মাঠ নামক স্থানে আটজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের স্থানীয় থানায় সোপর্দ করা হয়।

এ বিষয়ে সাপাহার থানার ওসি (তদন্ত) আল মাহমুদ বলেন, অনুপ্রবেশের দায়ে বিজিবির পক্ষ থেকে বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে আটকদের সাপাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

১১১ দিন পর ভারতে ৩৫-হাজারের নীচে সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যু কমে ৫৫৩

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): প্রায় ১১১ দিন পরে ভারতে ৩৫-হাজারের নীচে নামল দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ। সেই সঙ্গে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,৭০৩ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে গিয়ে ৪,৬৪,৩৫৭-এ পৌঁছেছে। সুস্থতার হার ৯৭.১৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৫৩ জন করোনা-রোগী। সোমবার সারাদিনে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫১ হাজার ৮৬৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৭,৭১৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,৬৪, ৩৫৭ জন (১.৫২ শতাংশ)।

ভারতে ৩৬-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৫, ৭৫,৫৩,৬১২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৪৫, ৮২,২৪৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৫৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০৩,২৮১ জন (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৪৭,৪২৪। নতুন করে ৩৪,৭০৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৬,১৯,৯৩২।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫১ হাজার ৮৬৪ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৭,৫২,২৯৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.১৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৫ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬১২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪২.১৪-কোটির বেশি কোভিড-টেস্ট, সুস্থতা ৯৭.১৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪২.১৪-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৬,৪৭,৪২৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪২,১৪,২৪,৮৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৪৭,৪২৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ হাজার ৭০৩ জন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৭,৭১৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,৬৪,৩৫৭ জন (১.৫২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫১ হাজার ৮৬৪ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,০৩,২৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫৫৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৯৭,৫২,২৯৪ জন (৯৭.১৭ শতাংশ) ।হিন্দুস্থান সমাচার।

শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ লক্ষ-লক্ষ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে : মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্তরের অন্তঃস্থল শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহৎ আদর্শ লক্ষ-লক্ষ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'জন্মজয়ন্তীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম ও শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর মহৎ আদর্শ আমাদের দেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একজন পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী হিসেবেও নিজেকে পৃথক করেছিলেন তিনি।'

কোভিডে দৈনিক ২৩ জনের মৃত্যু, আমেরিকায় সুস্থতা ক্রমেই উর্ধমুখী

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই (হি.স.): কমতে কমতে আমেরিকায় ৩০-এর নীচে নেমে এল দৈনিক করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী। এরইমধ্যে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতা। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪,৪০৫ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩৪,৫৯৮,৩৬১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ।

আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩৩৫ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজার ৪০৫ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪,৫৯৮,৩৬১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৯,১১১,৫৮০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৪৬ জন।

নাইজেরিয়ায় ১৪০ পড়ুয়াকে অপহরণ করল বন্দুকবাজ, উদ্বেগে অভিভাবকরা

আবুজা, ৬ জুলাই (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ার একটি বোর্ডিং স্কুল থেকে ১৪০ জন পড়ুয়াকে অপহরণ করে নিয়ে গেল বন্দুকবাজরা। সোমবার উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ার কাদুনা স্টেটের বেথেল ব্যাপ্টিস্ট হাইস্কুলে হানা দেয় বন্দুকধারীরা, এরপর ওই বোর্ডিং স্কুল থেকে ১৪০ জন স্কুলপড়ুয়াকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আততায়ীরা। সন্তানদের কী হল, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

স্কুলের শিক্ষক এমানুয়েল পল জানিয়েছেন, '১৪০ জন স্কুলপড়ুয়াকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে অপহরণকারীরা। শুধুমাত্র ২৫টি পড়ুয়া পালতে সক্ষম হয়েছে। পড়ুয়াদের ঠিক কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।' চিন্তিত অভিভাবকরা জানিয়েছেন, 'যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের সন্তানরা ফিরে আসছে, ততক্ষন আমরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।' সরকারকেও আক্রমণ করেছেন অভিভাবকরা।

২৩-হাজারের নীচে কোভিড-সংক্রমণ, ব্রাজিলে দৈনিক মৃত্যু কমে ৭৫৪

রিও ডি জেনেইরো, ৬ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে আরও নিম্নগামী দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৭৫৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ২৫ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২ হাজার ৭০৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮, ৭৯২,৫১১ জন। সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই আগের দিনের তুলনায় কমে গিয়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ২২,৭০৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৮,৭৯২,৫১১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৫৪ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ২২৯ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৭,১৫১,৬৭৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১১৫,৬০৯ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর, ফের বাতিল অস্ট্রেলিয়া ফর্মুলা ওয়ান ও মোটো জিপি

সিডনি, ৬ জুলাই (হি.স.): এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর, কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য এ বছরও বাতিল হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া ফর্মুলা ওয়ান গ্রান্ড প্রিক্স এবং মোটো জিপি। কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য প্রবেশে বিধিনিষেধ ও অন্যান্য কারণে এ বছরও বাতিল করা হল অস্ট্রেলিয়া ফর্মুলা ওয়ান গ্রান্ড প্রিক্স এবং মোটো জিপি। মঙ্গলবার সরকারিভাবে এমনটাই জানানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়া গ্রান্ড প্রিক্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পল লিটল জানিয়েছেন, 'গভীরভাবে হতাশ।' কোভিডের জন্য এ বছরও বাতিল হতে পারে অস্ট্রেলিয়া ফর্মুলা ওয়ান গ্রান্ড প্রিক্স এবং মোটো জিপি রেস। এমনটাই শোনা যাচ্ছিল, মঙ্গলবারই সেটাই সত্যি হল। ফলে পরপর দু''বছর করোনার জন্য বাতিল হল অস্ট্রেলিয়া ফর্মুলা ওয়ান গ্রান্ড প্রিক্স এবং মোটো জিপি রেস ।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আম কূটনীতি

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৬ জুলাই।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার আম কূটনীতিতে ঝুঁকেছেন। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে তিনি আম উপহার দিচ্ছেন। প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও আম উপহারে বাদ পড়ছেন না।

প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমের মৌসুমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতাদের আম উপহার দিয়ে দেন। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে আম উপহার পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের শীর্ষ নেতাদের জন্য বেনাপোল বন্দর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ২ হাজার ৬শ কেজি আম পাঠানো হয়। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর উপহারের আম ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে হস্তান্তর করাও হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশের শীর্ষ নেতারাও প্রধানমন্ত্রীর আম উপহার পেয়েছেন। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার ওয়াংচুক, প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ, শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আম উপহার পাঠানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপ্রতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার বাইরেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আম উপহার পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্কর ও পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলাকেও আম পাঠানো হয়েছে। এদিকে, প্রতিবেশী দেশ ছাড়াও সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের জন্যও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আম উপহার পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, বাহারাইন, জর্ডান, কুয়েত। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের আমের মধ্যে রয়েছে প্রধানত হাড়িভাঙা আম। প্রধানমন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি রংপুর এলাকার বিখ্যাত আম হাড়িভাঙা অত্যন্ত সুস্বাদু। এই হাড়িভাঙা আমই বেশির ভাগ শীর্ষ নেতাদের পাঠানো হচ্ছে। তবে এর বাইরে হিমসাগর, ফজলি ও ল্যাংড়া আমও প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তালিকায় রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতাদের আম উপহার পাঠানোর বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন জানান, আমরা খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু আম উৎপাদন করি। এসব সুস্বাদু আম আমাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু দেশের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। স্বাধীনতার ৫০ বছর ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে তাদেরকে এই আম উপহার পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

করোনা পরিস্থিতিতে জেলে যেতে নারাজ জেকব জুমা

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): "এই করোনা আবহে আমায় এত মাসের জন্য জেলে পাঠানোর মানে তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়ারই শামিল।" একথা বলেছেন আদালত অবমাননার দায়ে ১৫ মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেকব জুমা।

ক্ষমতায় থাকাকালীন সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন-সহ অজস্র আর্থিক দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ ছিল ৭৯ বছরের জুমার বিরুদ্ধে। তারই একটি মামলার শুনানি চলাকালীন বারবার তাঁকে সশরীর হাজিরা দিতে বলেছিল আদালত। তিনি সেই নির্দেশ না মানায় গত সপ্তাহে জোহানেসবার্গের এক সাংবিধানিক আদালত জুমাকে আদালত অবমাননার দায়ে ১৫ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। গত কাল ছিল জুমার আত্মসমর্পণের শেষ দিন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই জেলে যেতে রাজি নন। উল্টে তাঁর দাবি, দেশের আদালত তাঁর সাংবিধানিক অধিকার কেড়েছে। তিনি বলেন, "এই করোনা আবহে আমায় এত মাসের জন্য জেলে পাঠানোর মানে তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়ারই শামিল।"

বর্তমানে কোয়াজুলু নাতাল প্রদেশে নিজের বিলাসবহুল বাড়িতে রয়েছেন জুমা। সেখান থেকে সাংবাদিকদের গতকাল জুমা বলেছেন, "আমার আজই জেলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।" প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সমর্থনে তাঁর বাড়ির সামনে শিবির করে রয়েছেন কয়েকশো সমর্থক। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশ তাঁদের প্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করতে এলে আগে তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে।

জুমাকে জোর করে গ্রেফতার করে জেলে পুড়লে দেশের বর্তমান সরকার তার ফল ভুগবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তাঁরা। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার পদত্যাগও দাবি করেছেন তাঁরা। জুমা বলেছেন, "এত মানুষকে (তাঁর সমর্থকদের) এড়িয়ে পুলিশ আমায় কী ভাবে গ্রেফতার করবে, সেটাই ভাবছি।"- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ফ্রান্সে আসতে পারে করোনার চতুর্থ ঢেউ গোটা দেশজুড়ে সতর্কবার্তা চিকিৎসকদের

প্যারিস, ৬ জুলাই (হি. স.) : ফ্রান্সে আসতে পারে করোনার চতুর্থ ঢেউ। ইতিমধ্যেই গোটা দেশজুড়ে সতর্কবার্তা জারি করেছেন চিকিৎসকরা।

এবিষয়ে ফ্রান্স প্রশাসনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এ মাসের শেষের দিকে দেশে আবার সংক্রমণ বাড়তে পারে। দেশে ডেল্টা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কারণেই এমন পরিস্থিতি ঘটতে পারে বলে প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা। ফ্রান্সে করোনায় সংক্রমিত ব্যক্তিদের ৩০ শতাংশের মধ্যে ডেল্টা ধরন পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভারতে প্রথম এই ডেল্টা স্ট্রেনের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর মার্কিন যুক্তরাজ্য, রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার এই সংক্রমণ। এরআগে ফ্রান্সের সরকারি মুখপাত্র গ্যাব্রিয়েল আত্তাল জানান, করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা আবার বাড়ছে। এ মাসের শেষে চতুর্থ ঢেউয়ের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এপ্রসঙ্গে ফ্রান্সের সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, "পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকার জোগান থাকার পরও অনেকে টিকা নিচ্ছেন না। সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনেকেই টিকা নিতে সংশয় প্রকাশ করেছেন। যার জেরে সংক্রমণ বাড়ছে। ব্রিটেনের মতই এদেশে ডেল্টার সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়েছে। যার ফলে ফ্রান্সেও পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।" এপ্রসঙ্গে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টুইট করে সতর্কতা জারি করেছেন। তিনি লেখেন, জুলাই মাসের শেষ দিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের চতুর্থ ঢেউ আসতে পারে। টিকাদান, করোনা টেস্ট ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখলে সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

লোনি কান্ডে টুইটারকে তৃতীয় নোটিস গাজিয়াবাদ পুলিশের

গাজিয়াবাদ, ৬ জুলাই (হি.স.): টুইটারকে তৃতীয়বার নোটিস পাঠাল গাজিয়াবাদ পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের বিতর্কিত লোনি-কাণ্ডে মঙ্গলবার ফের টুইটারকে নোটিস পাঠানো হয়। নোটিসে বলা হয়েছে, এই মামলায় মাইক্রোব্লগিং সাইটের প্রাক্তন আধিকারিক ধর্মেন্দ্র চতুরকে থানায় হাজিরা দিয়ে পুলিশের কাছে তাঁর বয়ান রেকর্ড করতে হবে।

সংবাদমাধ্যমের কাছে গাজিয়াবাদ পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে এ দেশে টুইটারের প্রাক্তন আধিকারিক চতুরকে ফৌজদারি বিধির (সিআরপিসি) ৪১এ ধারায় ওই নোটিস পাঠানো হয়েছে। চতুর ছাড়াও কংগ্রেসের সলমন নিয়াজি, মাসকুর উসমানি, শমা মহম্মদকেও একই নোটিস পাঠিয়েছে পুলিশ। লোনি-মামলার এফআইআরে এঁদের সকলেরই নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ভারত সরকারের নয়া তথ্যপ্রযুক্তি আইন অনুযায়ী, টুইটার-সহ নেটমাধ্যমে প্রকাশিত যাবতীয় বিষয়বস্তুর উৎস খতিয়ে দেখতে বা তা সরকারকে জানাতে দায়বদ্ধ থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে সম্প্রতি টুইটারের ভারতীয় শাখার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মণীশ মহেশ্বরীকেও তলব করে গাজিয়াবাদ পুলিশ। পাশাপাশি ১৫ জুন টুইটার ছাড়াও একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে এফআইআর করে। লোনি-কাণ্ডের ভিডিয়ো শেয়ার করায় লেখক সাবা নাকভি, সাংবাদিক মহম্মদ জুবের এবং রানা আইয়ুব-সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতা-নেত্রীরও নামও এফআইআরে রয়েছে বলে জানিয়েছে গাজিয়াবাদ পুলিশ।

প্রসঙ্গত, ৫ জুন গাজিয়াবাদের লোনি শহরে সুফি আব্দুল সামাদ নামে এক বৃদ্ধকে দুষ্কৃতীরা মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, রাস্তায় তাবিজ বিক্রি করার সময় তাঁকে জোর করে 'বন্দে মাতরম এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে বলে ওই দুষ্কৃতীরা। এমনকি, বৃদ্ধের দাড়িও কেটে নেওয়া হয়। পুলিশ কাছে বৃদ্ধের আরও অভিযোগ, তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েক জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃদ্ধকে মারধরের ভিডিয়ো টুইটারে ছড়িয়ে পড়তেই তা ভাইরাল হয়। যদিও ভিডিয়োটি ভুয়ো বলে দাবি করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার অভিযোগ ওঠে টুইটারের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি এইচসি অবস্তি দাবি করেন, গোটা ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি ছড়াতেই তা করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

দলের নির্দেশে পদত্যাগ মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতির

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌড় চন্দ্র মন্ডলকে সভাধিপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। অতি সম্প্রতি সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকে তৃণমূল। সভাধিপতি গৌড় চন্দ্র মন্ডল সম্প্রতি এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু হাইকোর্ট এই মামলা গ্রহণ করেনি। এরপর এই বিজেপি দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সভাধিপতি গৌড় চন্দ্র মন্ডল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার মালদহ জেলা বিজেপির সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডল জানান, দলের তরফ থেকেই গৌরবাবুকে পদ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পরেই এদিন মালদহ জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, সভাধিপতি নিজে থেকে সরে গেলে কোনও ভোটাভুটির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু না সরলে তৃণমূল ভোটাভুটির পথেই হাঁটা দেবে। আর সেক্ষেত্রে গৌড়বাবুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে সভাধিপতি নিজে থেকে সরে গেলে তৃণমূল দ্রুত জেলা পরিষদে নতুন বোর্ড গঠন করে জেলার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করে দেবে।

মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌড় চন্দ্র মণ্ডল আগে তৃণমূলেই ছিলেন। দলই তাঁকে ওই পদে বসিয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজে বিধায়ক হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। চেয়েছিলেন দল তাঁকে মানিকচক থেকে টিকিট দিক। কিন্তু তৃণমূল না দেওয়ায় গৌড়বাবু পা বাড়ান বিজেপির দিকে। সঙ্গে নিয়ে যান জেলা পরিষদের বেশ কিছু সদস্যকে। বিজেপি ভোটের আগে দাবি করেছিল তাঁরা মালদহ জেলা পরিষদ দখল করেছে। কিন্তু ভোটের ফল সামনে আসতেই দেখা যায় গৌড়বাবু মানিকচক থেকে বিজেপির টিকিট পেয়ে লড়াই করলেও তাঁকে হারতে হয়েছে তৃণমূলের কাছেই।

শুধু মানিকচকেই নয়, কার্যত গোটা মালদহ জুড়েই তৃণমূল ঝড় বয়ে গিয়েছে। এরপর গৌড়বাবুর হাত ধরে বিজেপির দিকে পা বাড়ানো জেলা পরিষদের অনান্য সদস্যরাও তৃণমূলে ফিরে আসেন। তার পরেই গৌড়বাবুকে সরাতে তৃণমূল অনাস্থা প্রস্তাব আনে। সেই প্রস্তাবের জেরেই আগামী বৃহস্পতিবার তলবি সভা ডেকেছে তৃণমূল। সেখানেই অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হওয়ার কথা। প্রস্তাবিত সভা ঠেকাতে গৌড়বাবু কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলা গ্রহণই করেনি। তার জেরেই এবার রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব গৌড়বাবেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশের জেরেই এদিন পদত্যাগ করে করেন তিনি। সূত্রের খবর, পদ হারানোর সম্ভাবনা দেখেই এখন তিনি ফের তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। যদি দলে ফিরে এসে পদ বাঁচানো যায়। তবে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তৃণমূল তাঁকে ফেরাতে চায় না। সেটা বুঝেই শেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন গৌড়বাবু ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলাদেশে করোনায় আরো ১৬৩ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৬ জুলাই।। মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে আরও ১৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এ নিয়ে করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ হাজার ৩৯২ জনে। এর আগে গত সোমবার করোনায় ১৬৪ জনের মৃত্যুর তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর। যা এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

এদিকে, করোনা শনাক্তের রেকর্ড হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে ১১ হাজার ৫২৫ জনের দেহে এই ভাইরাসের জীবাণু শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয় লাখ ৬৬ হাজার ৪০৬ জনে।

মঙ্গলবার (৬ জুলাই) বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি ৬০৫টি ল্যাবরেটরিতে ৩৮ হাজার ৩৯টি নমুনা সংগ্রহ ও ৩৬ হাজার ৬৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়াল ৬৭ লাখ ৯৪ হাজার ১৯৩টি। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার ৩১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত বছরের ৮ মার্চ প্রথম রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত শনাক্তের মোট হার ১৪ দশমিক শূন্য ২২ শতাংশ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন পাঁচ হাজার ৪৩৩ জন। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যা আট লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ জন। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থতার হার ৮৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত ১৬৩ জনের মধ্যে বয়সের হিসাবে বিশোর্ধ পাঁচজন, ত্রিশোর্ধ ১১ জন, চল্লিশোর্ধ ২৭ জন, পঞ্চাশোর্ধ ২৯ জন ও ষাটোর্ধ ৯১ জন রয়েছেন। বিভাগওয়ারী হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ৪৫ জন, চট্টগ্রামে ২৪ জন, রাজশাহীতে ২৪ জন, খুলনায় ৪৬ জন, বরিশালে ছয়জন, সিলেটে দুইজন, রংপুরে ১১ জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে পাঁচজন রয়েছেন। গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম তিনজনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

করোনা: ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনতেই হবে

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মেনে চলা ছাড়া এই মুহূর্তে মানুষের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইংরেজি ভাষ্য 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং'-এর বাংলা হিসেবে 'সামাজিক দূরত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। এই ভাষান্তর সাদাচোখে ঠিক থাকলেও তার যে প্রভাব পড়েছে, তা কিন্তু ভয়াবহ। অনেকে একে সত্যি সত্যি সামাজিক দূরত্ব বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এই সময়েই বৃহত্তর সমাজের একজন হিসেবে ভূমিকা নেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই দুর্যোগে সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করে দেবে মানুষের ভবিষ্যৎ।

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ ঘরবন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। এতে প্রতিটি দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো করে লকডাউন তুলে দেওয়ার আন্দোলন এখন অনেক দেশেই হচ্ছে বা হব হব করছে। বহু দেশেই এমন ধারার আন্দোলন বা জনরোষ সৃষ্টির আগেই প্রশাসন সবকিছু খুলে দিচ্ছে।

মানুষ কেন এত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক দশায় ফিরে পেতে চাইছে? তারা কি অবুঝ? না, তারা অবুঝ নয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার মানসিক ধকলটির কথাই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের মনে উঁকি দেয় আগে। আর মধ্য, নিম্ন-মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের মাথায় আগে আসে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি। এ কারণে দীর্ঘদিন লকডাউনে বসে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে উদগ্রীব হয়ে কাজে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আবার রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও দ্রুততম সময়ে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ, সে খুব ভালো করেই জানে, যে সংকট নিম্নবিত্তকে আক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে, তা তাকেও অনায়াসে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোদ্দা কথা, সব স্থবির হয়ে থাক, এটা এক কথায় কেউই চায় না। সবাই চায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো ক্ষেত্র আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনীতি। সব চালু না হলে না খেয়ে মরতে হতে পারে। কিন্তু সব চালু করলে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে হয়? এ তো মহা ঝামেলা। এ তো সেই শাঁখের করাত, যার আছে দুদিকে ধার। এই ধার দুপাশকেই কাটতে থাকে। এমনকি সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকলেও এ কাটতে থাকে। তাই তৃতীয় বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি স্বাভাবিক দশায় ফেরাতে সব চালু করতে হবে। তবে কোনোভাবেই আগের উপায়ে নয়। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস মানুষের আচরণ ও অভ্যাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সংকটই মানুষকে কিছু না কিছু শেখায়। আর মহামারির মতো এত বড় সংকট সাধারণত এক ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়। আজকের মানুষের পরিচ্ছন্নতার যে স্বাভাবিক ধারণা, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এমন সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়েই। এই বঙ্গে যেমন ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিরাপদ পানি পানের অভ্যাস গড়ার বিষয়টি সামনে আসে। একই সঙ্গে খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার যে অভ্যাস, তারও শুরু জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের এই করোনাভাইরাসের প্রকোপ এমনই অভ্যাস বদলের ডাক নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই বদলটি ব্যক্তি পর্যায়ে হলে হবে না। কারণ, এ ভাইরাসের বিস্তার একটি বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করেছে। তাই এ অভ্যাস বদল হতে হবে সামষ্টিকভাবে। এ ক্ষেত্রে জনপরিসরে একজন মানুষের আচরণ কেমন হবে, অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল কী হবে, বাস ও রেলস্টেশনের মতো জনসমাগমের স্থলে মানুষের মান-ব্যবহারটি কী হবে, জনসমাগমের এসব স্থলের নকশা কেমন হওয়া চাইএ সবকিছুই নির্ধারণ করে দেবে ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত সহাবস্থান করতে শিখছে তা। যেহেতু খুব দ্রুত এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আসছে না বা একটি ভ্যাকসিন পেতে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে, তাই যে দেশের মানুষ যত দ্রুত এই কৌশলগুলো নিজেদের মতো করে আবিষ্কার করবে, তত দ্রুতই সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মার্কিন রোগতত্ত্ববিদেরা এরই মধ্যে বলেছেন, কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে আসার আগেই সবকিছু চালু করতে হলে মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের হার কমিয়ে আনতে হবে। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রোগতত্ত্ববিদ ড় জেরার্ডো চাওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ-সম্পর্কিত এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের পরিমাণ আগের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে সব কাজ সমাধা করার কৌশল শিখতে হবে। তবেই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সব স্বাভাবিক করা যাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এক বিরাট আচরিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। দাবিটি শুধু ব্যক্তি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের কথাই বলে না। এটি একই সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক চুক্তির নবায়নের কথাও বলে। এটি ব্যক্তিকে সমষ্টির কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, শুধু নিজে সাবধান থাকার মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে দিনে একবার মাত্র যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার সুস্থ ও সতর্ক থাকার ওপরও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করছে। এ কারণে ব্যক্তিক আচরণ নয়, সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করবে সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে।

কোনো সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মিলবে না। অর্থনীতি বাঁচাতে লকডাউন শিথিলের মতো সিদ্ধান্ত মড়কের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণ হবে কি না, তা আদতেই নির্ধারণ করবে সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই চালকের ভূমিকায়। তাদের আমলে না নিয়ে, তাদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্তের আরোপণ ভয়াবহ হতে পারে। অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো দুধারি তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে হলে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি ও ওই অঞ্চলের প্রশাসন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে জনসমষ্টিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে (এই অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ও নিরাপদ পানি পানের বিষয়ে পরিচালিত সচেতনতার মতো করে)। ঠিক একইভাবে সমষ্টিকেও বুঝতে হবে, ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক চিন্তা ও দায়িত্ববোধই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষে এ বোধ যত দ্রুত আসবে, ততই দ্রুত সব স্বাভাবিক হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর জীবনে যে পরিবর্তন জরুরি

হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়া মানেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।তা করতে না পারার কারণে অনেকেই দ্বিতীয়বার এই গুরুতর শারীরিক সমস্যার শিকার হন।জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সেই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে দ্বিতীয়বার এমনটা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। আর আগেই থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রাখলে হয়ত কখনই হার্ট অ্যাটাক হত না।হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী স্বাস্থ্যকর জীবন গড়তে করণীয় বিষয়গুলো জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।তবে মনে রাখতে হবে শুরু করতে হবে ধীরে এবং বাড়াতে হবে ক্রমানুসারে।

যত্নশীল খাদ্যাভ্যাস: দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হওয়া থেকে বাঁচতে হলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে দিনে কতটুকু ক্যালরি গ্রহণ করছেন। এরপর জানতে হবে সুস্থ থাকতে হলে কতটুকু ক্যালরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রযুক্তির এই যুগে অসংখ্য উপায় আছে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা প্রতিনিয়ত সামলে রাখার। যেসব খাবারে ক্যালরি বেশি কিন্তু পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক কম সেগুলো বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিদায় জানাতে হবে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট', 'ট্রান্স ফ্যাট, সোডিয়াম বা লবণ, লাল মাংস এবং চিনিকে। প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে পারলে খুবই ভালো, কারণ এগুলোতে প্রচুর সোডিয়াম ও চিনি থাকে।কর্মচঞ্চল থাকা: হৃদরোগের আক্রান্তদের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকা সুস্থ মানুষের থেকেও জরুরি। এতে ওই রোগীর হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হবে, কমবে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা নিশ্চিত করতে হবে, যা মধ্যে ৭৫ মিনিট হতে হবে সহনীয় মাত্রার ভারি ব্যায়াম। অবশ্যই সকল শরীরচর্চা চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক হতে হবে। হাঁটা, দৌড়ানো, ঘরের কাজ, মৃদু 'স্ট্রেচিং' সবই হতে পারে শরীরচর্চা।

শরীর ও মনের সম্পর্ক: সুস্বাস্থ্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মানসিকভাবে তার জন্য ইতিবাচক মনভাব থাকা। মন থেকে চাইতে হবে ভালো থাকতে। হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবেই যদি ভেঙে পড়েন, ভেবে নেন আপনাকে দিয়ে সম্ভব নয় তবে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রায় আসা পরিবর্তনগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারলেই তা ধরে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকের সঙ্গে শুধু শারীরিক অবস্থা নয়, নিজের মানসিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।ধূমপান একেবারে বন্ধ: ধূমপান হৃদযন্ত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সবারই জানা। হৃদযন্ত্র ও তাতে থাকা রক্তনালীর ক্ষতি করে, অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছাতে বাধা দেয় ইত্যাদি অনেককিছু। তাই ধূমপান সবসময়ই বর্জনীয়, হার্ট অ্যাটাকের পর তো প্রশ্নই আসে না। ধূমপান আপনাকে ছাড়তেই হবে। এমনকি পরোক্ষ ধূমপান থেকেও দূরে থাকতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের ওজন যত বেশি হবে, হৃদযন্ত্রের কাজ ততই কঠিন হবে। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনাও বাড়ে। সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল থাকে তবে ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি দরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন।কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের দিকে নজর রাখা: উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা রক্তনালীর ওপর অনেক চাপ ফেলে, সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে লবণের মাত্রা কমাতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে হবে।সাহায্য নিতে লজ্জা নয়: হার্ট অ্যাটাকের পর সুস্থ জীবনে ফিরে আসা সহজ কথা নয়, আর তা একা করাও সম্ভব নয়। তাই পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে বা চাইতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। এছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের পর বেঁচে যাওয়া অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কীভাবে তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন সে বিষয়ে জানা ও আলোচনাও করাও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

যেসব মিষ্টি খাবার ওজন কমানোতে সমস্যা করে না

রয়েছে মজাদার কিছু মিষ্টান্ন যা ওজন কমানোতে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে না। মিষ্টি খাবার অস্বাস্থ্যকর। এরকম ধারণাই সবসময় দেওয়া হয়।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের ডায়েটিশিয়ান শেরল মুসাত্তো বলেন, "মিষ্টি খাবার মানেই অস্বাস্থ্যকর খাবার নয়। পুষ্টিকর মিষ্টি খাবার ওজন কমানোর পাশাপাশি মিষ্টির চাহিদা পূরণ করতেও সহায়তা করে।"

'ইটদিস, নট দ্যাট ডটকম'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে সেরকমই কিছু মিষ্টি খাবারের নাম জানিয়েছেন এই পুষ্টিবিদ।

শক্তি বাড়ায় এমন খাবার

মুসাত্তো বলেন, "মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছা হলে স্বাস্থ্যকর খাবার যেমন- কোকোয়া, ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ পিনাট বাটার, শস্য, আঁশ সমৃদ্ধ বাদাম, পুষ্টিকর খেজুর খাওয়া যায়। এগুলো মিষ্টি খাবারের চাহিদার পাশাপাশি পুষ্টি যোগাতেও সহায়তা করে।"

উচ্চ আঁশযুক্ত বিস্কুট বা আইস ক্রিম

উচ্চ আঁশযুক্ত মিষ্টান্ন ক্ষুধা মেটানোর পাশাপাশি মিষ্টি খাবারের চাহিদাও পূরণ করে।

'আপলিফট ফুড'য়ের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্টিবিদ কারা ল্যান্ডাউ বলেন, "আঁশ মস্তিষ্কে পেট ভরা রাখার হরমোনকে সক্রিয় রাখে তাই ঘন ঘন খাবারের প্রয়োজন হয় না। উচ্চ আঁশ-জাতীয় আইসক্রিম, বেরি দেওয়া দই, আঁশ সমৃদ্ধ বিস্কুট পেট ভরা রাখে এবং উপকারীও বটে।"

ডার্ক চকলেট

আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ যা ক্ষুধা কমায় বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রের 'চিয়ারফুল চয়েজ'-এর রেসিপি বিকাশকারী ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বারগেস।

তিনি বলেন, "কোকোয়ার পরিমাণ বেশি হওয়া উপকারী। কারণ এতে চিনির পরিমাণ কম ও আঁশের পরিমাণ বেশি থাকে। কাঠ বাদাম বা দইয়ের সঙ্গে পছন্দের ডার্ক চকলেট খাওয়া বাড়তি প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে সহায়তা করে।"

প্রোটিন কেক

পিনাট বাটার, চকলেট চিপস ও কলা দিয়ে প্রোটিন কেক তৈরি করা যায় বলে জানান, বারগেস। চাইলে এতে প্রোটিন পাউডার, ভ্যানিলা, নারকেল বা ডার্ক চকলেট যোগ করে স্বাদ বাড়ানো যায়।

ফলের সঙ্গে হুইপড ক্রিম বা দই

'টেস্টিং ডটকম'য়ের স্বাদ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ রিচি-লি হটজ বলেন, "কম ক্যালরির হুইপড ক্রিমের সঙ্গে ফল যেমন- আঙ্গুর ও নানা রকমের বাদাম যেমন- কাঠ বাদাম মিশিয়ে উপরে ডার্ক, টক দই বা সামান্য মধু দিয়ে পরিবেশন করে খাওয়া যায়।

এগুলো কার্বোহাইড্রেইট, প্রোটিন ও সামান্য চর্বিযুক্ত। যা সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর ও ক্ষুধা নিবারণ করে।

আর বেরি-জাতীয় ফল নির্বাচন করা আদর্শ।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক পুষ্টিবিদ টালিয়া সিগাল ফিডলারের ভাষায়, "বেরি খাবারে স্বাদ ও সৌন্দর্য বাড়ায় এবং এর প্রদাহরোধী ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে ইন্সুলিনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখে। "এছাড়াও অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখতে বেরি কার্যকর।"

বেইক করা আপেল ও বাদাম

'ফাইনালি ফুল, ফাইনালি স্লিম' বইয়ের লেখক এবং 'নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি'র পুষ্টি-বিষয়ক অধ্যাপক লিসা ইয়ং বলেন, "আপেল বেইক করে ওপরে আখরোট যোগ করে খেতে পারেন। আপেল আঁশ ও বাদাম স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। স্বাদ বাড়াতে এর ওপরে স্ট্রবেরি, ডার্ক চকলেট বা বাদামের মাখন ব্যবহার করা যেতে পারে।"

কোভিড-১৯: রক্ত পরীক্ষায় জানা যাবে কতটা কার্যকর হবে টিকা

রক্ত পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে কোভিড-১৯ টিকার কার্যকারিতা যাচাইয়ের একটি আগাম পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা জানিয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

বৃহস্পতিবার তারা এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের খবর প্রকাশ করে বলেন, কাদের ওপর টিকা কতটা কার্যকর হতে পারে, তা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পর্যায়ের চেয়ে দ্রুত জানা সম্ভব হবে তাদের এই পদ্ধতিতে।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত করোনাভাইরাসের টিকা ভ্যাক্সজেভরিয়া নেওয়ার পর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের রক্তে ভাইরাস-প্রতিরোধক অ্যান্টিবডির ঘনত্বের সীমা নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গবেষকরা। টিকার পরীক্ষামূলক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা পরে উপসর্গসহ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং যারা হননি, তাদের রক্ত পরীক্ষা করে গবেষকরা একটি মডেল তৈরি করেছেন।

তাদের বিশ্বাস, অন্য টিকাগুলো কতোটা শক্তিশালী হবে, সেটাও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই মডেলের ওপর ভিত্তি করে বলা সম্ভব হবে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা তাদের গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, "যেখানে বিস্তৃত পরিসরে পরীক্ষামূলক ধাপগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব না সেখানে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে টিকার কার্যকারিতার একটি হিসাব বের করা সম্ভব।"

গবেষণাপত্রটি একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে পর্যালোচনার জন্য জমা দেওয়া হয়েছে। তবে অক্সফোর্ডের গবেষকরা বলেছেন, তাদের এ মডেল অনুমোদন করার জন্য আরও কাজ করা দরকার, বিশেষ করে ভাইরাসের অতিসংক্রামক নতুন ধরনগুলোর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

গবেষকরা জানিয়েছেন, কোষের প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়ার ওপর তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাননি, যা যে কোনো সংক্রমণ ঠেকাতে অ্যান্টিবডির পাশাপাশি মানবদেহের অন্যতম একটি প্রতিরোধমূলক অস্ত্র। ওই প্রতিক্রিয়ার ওপর গবেষণা পরিচালনা আরেকটু কঠিন বলে তাদের ভাষ্য।

অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন গ্রুপের পরিচালক ও অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন ট্রায়ালের শীর্ষ অনুসন্ধানকারী অ্যান্ড্রু পোলার্ড বলেন, "বিশ্বজুড়ে টিকার সরবরাহ বাড়ানো খুবই জরুরি, কিন্তু নতুন টিকার অনুমোদন পাওয়ার জন্য অনেক মাস পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়। আমরা আশা করি, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং উদ্ভাবকদের তুলামূলক তথ্যউপাত্তের ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করবে।"

পোড়া কালো অংশ উঠিয়ে ফেলা

যদি মাংসে পোড়া কালচেভাব আসে তবে সেটা উঠিয়ে ফেলতে হবে। তাহলে 'এইচসিএএস'-এর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কমবে। পাশাপাশি মাংসের রসালো অংশ যতটা সম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে যাতে 'পিএএইচ'-এর হাত থেকে বাঁচা যায়।

মাংসের পরিবর্তে মাছ গ্রিল করা

'রেড মিট' ও প্রক্রিয়াজাত মাংস যেমন- সসেজ এগুলো এমনিতেই উচ্চমাত্রায় চর্বিযুক্ত। তাই পোড়ানোর ফলে এই ধরনের মাংস থেকে চর্বি গলে কয়লার ওপর পড়ে অতিরিক্ত ধোঁয়া তৈরি হয়, যার ফলাফল 'পিএএইচ'। বলার অপেক্ষা রাখে না চর্বিযুক্ত মাংসের চাইতে চর্বিহীন মাংস যেমন- মুরগি বা মাছ পোড়াতে কম সময় লাগে। যেখানে সম্পূর্ণভাবে 'এইচসিএএস' এর মাত্রা দূর করা যাচ্ছে না সেখানে কমানোর চেষ্টা করাই মঙ্গল।

আর মাংসের পরিবর্তে গ্রিল্ড করা সবজি বা ফল খাওয়া যেতে পারে, যা থেকে এই দুই রাসায়নিক তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

গোয়া থেকে হরিয়ানা, দেশের ৮ রাজ্যে নয়া রাজ্যপালের নিযুক্তি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): দেশের আটটি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই আটটি রাজ্য হল-কর্ণাটক, মিজোরাম, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, গোয়া, হরিয়ানা, ত্রিপুরা ও ঝাড়খন্ড। কর্ণাটকের রাজ্যপাল করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ থাওয়ারচন্দ গেহলটকে, মিজোরামের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে হরি বাবু কাম্ভামপতিকে, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল করা হয়েছে মঙ্গুভাই ছগনভাই প্যাটেলকে এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হচ্ছেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর।

মিজোরামের রাজ্যপাল ছিলেন পি এস শ্রীধরণ পিল্লাই, তাঁকে গোয়ার নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে। হরিয়ানার রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আর্যকে ত্রিপুরার রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ ব্যাসকে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল করা হয়েছে এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন বন্দারু দত্তাত্রেয় তাঁকে হরিয়ানার রাজ্যপাল করা হয়েছে।

রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর : একজন বিজেপি কর্মী ছিলাম, পরে বিধায়ক, গোয়ার মন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি হয়েছিলাম। এবার আমি রাজ্যপাল হব। দলের নেতারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন। বিজেপি একটি বিশ্বাসের দল।

হরি বাবু : আমি ভীষণ খুশি। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বিকাশের সুযোগ রয়েছে, মিজোরামের উন্নয়নের জন্য সরকারের সঙ্গে সেই সমস্ত সুযোগ ব্যবহারের চেষ্টা করব। তাঁদের প্রত্যাশা মতো কাজ করব।

থাওয়ারচন্দ গেহলট : রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন এবং আমাকে কর্ণাটকের রাজ্যপাল করা হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী-সহ তিনটি পদ থেকে বুধবার আমি ইস্তফা দেব। মঙ্গুভাই ছগনভাই প্যাটেল : আমাকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করায় রাষ্ট্রপতির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এবার আফগানিস্তান থেকে নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে চলেছে নয়াদিল্লি : সূত্র

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.): কথা মতো আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে আমেরিকা। ফলে আফগানিস্তানে এবার দৌরাত্ম্য বাড়বে তালিবানের। এহেন পরিস্থিতিতে রীতিমতো আশঙ্কার দিন গুনছে ভারত। সূত্রের খবর, এবার আফগানিস্তান থেকে নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে চলেছে নয়াদিল্লি।

প্রায় দুই দশক আগে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে জেহাদি হামলার পর আফগানিস্তানে হানা দেয় মার্কিন ফৌজ। আফগান মিলিশিয়াগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাবুল থেকে তালিবান শাসকদের বিতারিত করে আমেরিকা। ওই লড়াইয়ে বিধ্বস্ত দেশটিকে ফের গড়ে তুলতে শুরু হয় আন্তর্জাতিক প্রয়াস। সেখানে অংশ নেয় ভারতও। সে দেশে পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণও দিচ্ছে ভারতীয় ফৌজ। কিন্তু দু'দশক লড়াই করেও তালিবানকে বাগে আনতে ব্যর্থ হয়েছে ওয়াশিংটন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সে দেশ থেকে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর জওয়ানরা চলে যাবেন। এহেন সময়ে তালিবানের কাবুল দখল সময়ের অপেক্ষা। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে চলেছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যে হেরাত ও জলালাবাদের ইন্ডিয়ান কনসুলেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, কান্দাহার ও মাজারেও কনসুলেট রয়েছে ভারতের। সেখানে অন্তত ৫০০জন কর্মী কাজ করেন। কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসেও বহু কর্মী রয়েছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোদি সরকারের কাছে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে এবিষয়ে সতর্কবার্তা জারি করে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাস। সেখানে বলা হয়েছে, অপহরণ করা হতে পারে ভারতীয় নাগরিকদের। ফলে তাদের সতর্ক থাকতে হবে।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

“পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যস্তরে আইনসভার উচ্চকক্ষের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই” : সূর্যকান্ত মিশ্র

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.): “বর্তমানে দেশে মাত্র ৬টি রাজ্যে বিধান পরিষদ বা উচ্চকক্ষ রয়েছে। প্রায় সব রাজ্যই বিধানসভায় প্রস্তাব নিয়ে বিধান পরিষদ তুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও স্বাধীনতার পরে বিধান পরিষদ ছিল, কিন্তু আইনসভার কার্যপ্রণালীতে তার কোনো কার্যকরী ভূমিকা ছিল না।” মঙ্গলবার সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্য মিশ্র এক বিবৃতিতে জানান, “মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উচ্চকক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদ গঠনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। রাজ্যবাসীর স্বার্থ এবং রাজ্যের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা না করে সরকারপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই প্রস্তাব পাস করিয়েছে। ভারতের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে জাতীয় স্তরে আইনসভার উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভা থাকার দরকার আছে। কিন্তু ১৯৫২ থেকে পরবর্তী ১৭বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ৪৩৬টি বিল পাস হয়েছিলো, তারমধ্যে মাত্র দুটি বিল সংশোধিত হয়েছিলো বিধান পরিষদে।

১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নিয়ে বিধান পরিষদ তুলে দেয়। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বিধান পরিষদ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বিধানসভায় বামফ্রন্টের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতার মুখে তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন পুনরায় কোনো যুক্তি ছাড়াই বিধান পরিষদ ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব পেশ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস করালেন।

এই মহামারীর বিপদের সময় সরকার মানুষকে ওষুধ, অক্সিজেন, চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছে না। হাসপাতালে শয্যা ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে পারছে না। শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত, মানুষের রুটিরুজির ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থ। তৃণমূল সরকার এই সব সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বদলে শাসকদলের কয়েকজনকে পিছনের দরজা দিয়ে পুনর্বাসন দিতে বিধান পরিষদ গঠনের নামে সাদা হাতি পোষার ব্যবস্থা করতে চাইছে, যার বিশাল খরচ জনগণের ঘাড়ে চাপবে। তাই আমরা বিধান পরিষদ গঠনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং এই পরিকল্পনা বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।”

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৯৬২ জন

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.): রাজ্যবাসীকে স্বস্তি দিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের নিচে নামলেও গতকালের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা বাড়লো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৯৬২। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯৬২ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,০৭,২৪১। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭,৮৩৪। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১,৬২০। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,৭২,১৩২। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.৬৭শতাংশ। রাজ্য জুড়ে একটিভ কেসের সংখ্যা ১৭,২৭৫। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৬,২৭৯। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ১,৪৫,১৬,৭৫১।

হাওড়ায় পালিত হল ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২০তম জন্মদিবস

হাওড়া, ৬ জুলাই (হি.স.):জন্মজয়ন্তীতে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করল ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মারক সমিতি। মঙ্গলবার হাওড়ার শিবপুর মন্দিরতলায় এক অনুষ্ঠানে মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান এবং স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ভারতকেশরী ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২০তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য, দেশবিভাগকালে হিন্দু বাঙালির বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা, দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী এবং কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির পুরোধা সংগ্রামীরূপে তাঁর অনন্য অবদানের কথা। দাবি ওঠে শ্যামাপ্রসাদের রহস্যমৃত্যুর তদন্ত কমিশনেরও।

ভোটের স্লোগানকে স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর, পালিত হবে ‘খেলা হবে’ দিবস

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : ‘খেলা হবে’ স্লোগান ঝড় তুলেছিল এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। যা বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছে। সেই বহুচর্চিত স্লোগানকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, এ বার ‘খেলা হবে’ দিবস পালিত হবে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, “আমাদের স্লোগান ছিল ‘খেলা হবে’। তাই ‘খেলা হবে’ দিবস পালিত হবে। গ্রামে গ্রামে এই খেলা হবে।” কবে এই দিন পালিত হবে তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই ধ্বণির জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুচর্চিত এই স্লোগান ইতিমধ্যেই ‘ধার’ করে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে গিয়েছেন সমাজবাদী পার্টি-র নেতা অখিলেশ যাদব।২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র বিরুদ্ধে এই স্লোগান নিয়েই নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিল তৃণমূল। অনেক জনসভায় মমতাকে বক্তৃতার শেষে সমর্থকদের উদ্দেশে মঞ্চ থেকে ফুটবল ছুড়ে দিয়ে বলতে শোনা গিয়েছিল এই স্লোগান। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীনই পূর্ব মেদিনীপুরে সভায় গিয়ে পায়ে চোট পান মমতা। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়। সেই ভাঙা পা নিয়েই নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছেন তিনি। যা তৃণমূল কর্মীদের আরও উজ্জীবিত করেছিল। আর ‘খেলা হবে’র স্লোগানকে আরও মজবুত করতে এবং তৃণমূল নেত্রীর পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমর্থকদের কাছে সেই স্লোগান হয়ে দাঁড়াল ‘ভাঙা পায়ে খেলা হবে’। এই ‘খেলা হবে’ স্লোগানের ঝড় তুলে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল সরকার। বাংলায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে যে স্লোগানে ভর করে সাফল্য এসেছে এবার সেই স্লোগানকে সম্মান জানিয়ে ‘খেলা হবে’ দিবস পালনের কথা ঘোষণা করলেন মমতা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অপরাধের বিচারে সাজা বা ফাঁসি দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যায় :বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৬ জুলাই।। অপরাধের বিচারে সাজা বা ফাঁসি দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

সন্তান হত্যায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত এক আসামির আপিল শুনানিতে মঙ্গলবার (৬ জুলাই) এ মন্তব্য করেন তিনি। করোনা মহামারির এই সময়ে কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে মঙ্গলবার বাসা থেকে ভাচুয়ালি ছয় বিচারপতির বেঞ্চে এ বিচার কাজ চলছিল। যেখানে আইনজীবী, আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সবাই বাসা থেকে যুক্ত হন।

শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করার পর শিশু সন্তান হত্যার দায়ে ২০০৮ সালে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জের জসিম রাঢীকে মৃত্যুদন্ড দেন বিচারিক আদালত। যেটি ২০১৩ সালে হাইকোর্ট বিভাগ বহাল রাখেন। এর বিরুদ্ধে জসিম রাঢী আপিল করেন। যেটির শুনানি শেষে মঙ্গলবার সাজা কমিয়ে ১০ বছর করে দেন আপিল বিভাগ। এ আপিলের শুনানির এক পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, সেনটেন্স (সাজা), হ্যাংগিং (ফাঁসি) কিন্তু সোসাইটিকে রক্ষা করে না। ভারতের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চেয়ে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনো অংশে খারাপ না। সেখানে ২০১৯ সালে মৃত্যুদন্ড হয়েছে ১২১ জনের। আর আমাদের এখানে ৩২৭টি। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, স্ত্রী হত্যা কি বন্ধ হয়েছে? স্ত্রী হত্যায় কোনো সাক্ষীও তো লাগে না। রাষ্ট্রপক্ষ ডাক্তারের রিপোর্ট নিয়ে এলেই স্বামীর ফাঁসি নইলে যাবজ্জীবন। আমার তো মনে হয় এটার একটা পরিসংখ্যান নেওয়া উচিত। ৮০ শতাংশ মামলায় স্বামীর সাজা হয়। এই যে সাজা হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে, যাবজ্জীবন হচ্ছে, স্ত্রী হত্যা কি কমেছে? সুতরাং, এটা ভুল ধারণা যে সাজা দিলে আমরা একদম দুধের মধ্যে ভাসতে থাকবো। তবে যেখানে ডেথ সেনটেন্স (মৃত্যুদন্ড) হবে সেখানে তো ডেথ সেনটেন্স দিতেই হবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি।

চলমান লকডাউনের ষষ্ঠ দিনে ঢাকায় গ্রেফতার ৪৬৭ জন

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৬ জুলাই।। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ রোধে সরকার নির্ধারিত ‘কঠোর লকডাউনের’ ষষ্ঠ দিনে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হওয়ার কারণে ঢাকায় ৪৬৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সঙ্গে এদিন ৩০৫ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অর্থদন্ড করা হয়েছে। বিধিনিষেধ না মানায় তাদের সর্বমোট জরিমানার পরিমাণ ২ লাখ ২৭ হাজার ৪৮০ টাকা।

মঙ্গলবার (৬ জুলাই) দিনভর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার ও জরিমানা করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

এদিকে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী বিভিন্ন যানবাহনকে করা জরিমানার পরিমাণ ২৫ লাখ ২৯ হাজার ২৫ টাকা। সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করায় সর্বমোট এক হাজার ৮৭টি গাড়িকে এ জরিমানা করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) ইফতেখায়রুল ইসলাম জানান, লকডাউনের ষষ্ঠ দিনে ডিএমপির আটটি বিভাগে বিভিন্ন থানা পুলিশ একযোগে সরকারি বিধিনিষেধ মানাতে অভিযান চালায়। বিধিনিষেধ অমান্য করে রাস্তায় বের হওয়ার কারণে সারাদিনে ৪৬৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩০৫ জনকে ২ লাখ ২৭ হাজার ৪৮০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ‘লকডাউনে’র ষষ্ঠ দিনে সড়কে বেড়েছে মানুষের চলাচল। গত কয়েকদিনের তুলনায় এদিন রাজধানীতে ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি রিকশায় মানুষের বাড়তি যাতায়াত দেখা গেছে। এছাড়া বিভিন্ন সিগনালে বাড়তি যানবাহনের চাপে জটলাও দেখা গেছে। এদিন রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে জনসাধারণের অযথা রাস্তায় বের হওয়া নিয়ন্ত্রণে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা।

রাশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে গেল বিমান, প্রাণ সংশয় ২৮ জনের

মস্কো, ৬ জুলাই (হি.স.): রাশিয়ায় সুদূর পূর্বে ২৮ জন যাত্রীকে নিয়ে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলল একটি যাত্রীবাহী বিমান। এন-২৬ নামক বিমানটি মঙ্গলবার পেট্রোপাভলোভস্ক-কামচাটস্কি থেকে পালানায় যাচ্ছিল। পালানায় নামার কিছু ক্ষণ আগেই বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের। বিমানটি কি ভেঙে পড়েছে, তা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা কৈরি হয়েছে।

৬ জন বিমানকর্মী এবং দুই শিশু-সহ মোট ২৮ জন ছিলেন ওই বিমানে। পালানা শহরে কয়লাখনির কাছে বিমানটি ভেঙে পড়েছে, এমনটাই জানা গিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানটির খোঁজে দু'টি হেলিকপ্টার এবং একটি উদ্ধারকারী দলকে কাজে লাগানো হয়েছে।

জন্মদিনে দলাই লামাকে ফোন মোদীর, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করলেন

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): জন্মদিনে তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামাকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিব্বতি ধর্মগুরুর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার দলাই লামার ৮৬ তম জন্মদিন। এদিন জন্মদিনে দলাই লামাকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নিজে এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, দলাই লামার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী কমে ৮৩৩, ২৪ ঘন্টায় ৪ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): কোভিডের প্রকোপ কাটিয়ে করোনা-মুক্ত হওয়ার পথে রাজধানী দিল্লি। দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যা কমেই গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৭৯ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৮৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ১ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ০৮ হাজার ৮৫৩ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৫৪ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮৩৩ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.১১ শতাংশে পৌঁছেছে।

জেলাপরিষদের নামে ভুয়ো টোল প্লাজা মুরারইয়ে

মুরারই, ৬ জুলাই (হি.স.) : এবার টোল প্লাজা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো মুরারইয়ে। মুরারই থানার চাতরা সুলতানপুর যাওয়ার রাস্তায় পি ডব্লিউ ডি রাস্তার উপর জেলা পরিষদের রসিদে এই টোল আদায় চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সেখানে নেই কোন নদী বা সেতু। গাড়ি চালকদের অভিযোগ কিছুটা দূরে পঞ্চায়েত সমিতির নামে চলছে আরেকটি টোল। রাস্তা সারাইয়ের ব্যবস্থা নেই, এদিকে চলছে টোল আদায়। টোলের অত্যাচারে তাদের অবস্থা শোচনীয়। এব্যাপারে জেলা পরিষদের পূর্ত্য কর্মাধ্যক্ষকে ফোন করা হলে, তিনি খোঁজ নিয়ে প্রথমে বলেন ওটা জেলা পরিষদের টোল নয়। আমি বিষয়টি দেখছি, কে এভাবে চালাচ্ছে। গোটা বিষয়টি রামপুরহাট মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভেদ বলেন, ওখানকার বিডিও সাহেবকে আমি বলছি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য। কিছুক্ষণ পরে অন্য একটি নম্বর থেকে মিসকল আসে এবং সেই নম্বরে ফোন করলে নিজেকে কেরিম খান বলে পরিচয় দিয়ে একজন বলেন, ওটা জেলা পরিষদের টোল। কেরিম খানের কাছে জেলা পরিষদের টোলের তালিকা চাওয়া হয়েছে।

যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ, চেন্নাইয়ে প্রয়াত মুকুলের স্ত্রী কৃষ্ণা

চেন্নাই ও কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): চিকিৎসকদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, মুকুল রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণা রায় প্রয়াত হয়েছেন। অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন কৃষ্ণাদেবী, করোনা পরবর্তী জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। কলকাতা থেকে কিছুদিন আগেই চেন্নাইয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল। মঙ্গলবার ভোর ৪.৪৫ মিনিট নাগাদ চেন্নাইয়ের ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। শেষ সময়ে মায়ের পাশে ছিলেন ছেলে শুভ্রাংশু রায়।

অনেকদিন ধরেই করোনা সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছিলেন কৃষ্ণাদেবী। গত ১১ মে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। ই এম বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁকে একমো সাপোর্ট দিতে হয়েছিল। পরে অবশ্য মুকুলের স্ত্রীকে কলকাতার হাসপাতাল থেকে ফুসফুস প্রতিস্থাপনের জন্য চেন্নাইয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, মঙ্গলবার ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ না-ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, মুকুল চেন্নাইয়ে যাচ্ছেন না। মায়ের মরদেহ নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন শুভ্রাংশুই।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জার্মানিতে প্রবেশে অনুমতি ভারত-সহ ৫ দেশকে, বুধবার থেকে নিয়ম কার্যকর

বার্লিন, ৬ জুলাই (হি.স.): করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্রজাতির ভয় তো রয়েছেই, তা সত্ত্বেও ভারত এবং ব্রিটেন-সহ বিশ্বের পাঁচটি দেশের নাগরিকের জার্মানিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল সেই দেশের সরকার। ফলে শুধুমাত্র কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেখালেই প্রবেশ করা যাবে জার্মানিতে। বুধবার (৭ জুলাই) থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। ভারতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার জে লিন্ডনের জানিয়েছেন, বুধবার থেকে ভারত-সহ পাঁচটি দেশের জন্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে জার্মানি। তবে নিষেধাজ্ঞা উঠলেও ওই দেশগুলির নাগরিককে জার্মানিতে ঢুকতে গেলে বাধ্যতামূলক ভাবে কোভিড নেগেটিভ হতে হবে।করোনার ডেল্টা প্রজাতির সংক্রমণ রুখতে ভারত, ব্রিটেন, নেপাল, রাশিয়া এবং পর্তুগালের মতো দেশের নাগরিকের উপর জার্মানিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল সে দেশের সরকার। জার্মানিতে ডেল্টা প্রজাতিতে সংক্রমিতদের সন্ধান মিলেছে, যদিও কোভিড টিকার মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলেও দাবি করেছেন সে দেশের স্বাস্থ্যকর্তারা। তাই ভারত-সহ ওই পাঁচটি দেশের উপর এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানি সরকার।

কাশ্মীরে ছন্দে ফিরল পর্যটন, মুসৌরিতে উপচে পড়েছে ভিড়

শ্রীনগর ও দেহরাদূন, ৬ জুলাই (হি.স.): লকডাউন, করোনার জেরে মানুষ দীর্ঘ দিন ধরেই ঘরবন্দি। সম্প্রতি কাশ্মীরে লকডাউন বিধিনিষেধে ছাড় দেওয়া হয়েছে, আর এটাই তো ভ্রমণপিপাসুদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। ছাড় মিলতেই শ্রীনগরে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড়। একই ছবি ধরা পড়েছে উত্তরাখণ্ডের মুসৌরি, হিমাচল প্রদেশের শিমলা, কুলু, মানালিতে। করোনার আতঙ্ক কাটিয়ে কাশ্মীরে পর্যটন ফের একবার ছন্দে ফিরেছে। মঙ্গলবার শ্রীনগরের ডাল লেক-সহ সমস্ত পর্যটনস্থলেই পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কাশ্মীরের পর্যটন ডিরেক্টর জানিয়েছেন, প্রায় ১,২০০ পর্যটক প্রতিদিনই ডাল লেকে আসছেন। সমস্ত কোভিড বিধি যাতে মেনে চলা হয়, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ৯০ শতাংশ মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছেন। ব্যাগপত্র গুছিয়ে পর্যটকরা বেরিয়ে পড়েছেন উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশেও। উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে এদিন পর্যটকদের ভিড় ছিল অনেকটাই বেশি। অমৃতসর থেকে মুসৌরিতে বেড়াতে আসা একজন পর্যটক জানিয়েছেন, 'দারুণ আবহাওয়া এখানে! পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। আমরা টিকা নিয়েছি এবং সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি।' আবার হিমাচল প্রদেশের আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল শিমলা, কুলু, মানালি, ডালহৌসি, কুফরি এবং নারকান্দার মতো জায়গাগুলিতে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়েছে।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের পরিকাঠামো নিয়ে অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী, জেলায় কড়া চিঠি নবান্নের

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : ২০২০-র ১২ অক্টোবর নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য জুড়ে ”বাংলা সহায়তা কেন্দ্র” গড়ে তোলার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। মূলত সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়।

এক বছর যেতে না যেতেই সেই কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো নিয়ে এবার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ”বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির” পরিকাঠামোর দিকে কেন নজরে রাখা হচ্ছে না? তা নিয়েই রাজ্যের জেলা শাসক এবং মিউনিসিপাল কমিশনারদের কড়া চিঠি দিল নবান্ন। শুধু তাই নয় নবান্ন সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এই বিষয় নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করেও বৈঠক করতে পারেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলির মাধ্যমে একাধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। মূলত নবান্ন সূত্রে খবর রাজ্য সরকার ২৫১ টি সহায়তা কেন্দ্র যার মধ্য থেকে ১৮০টি বাংলা সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে আদান-প্রদানের সুবিধা এবং ৭১টি তথ্য আদান-প্রদানের পরিষেবা পাওয়ার কথা জানানো হয়েছিল ৩৮ টি বিভাগের মাধ্যমে। কিন্তু তারপরেও কেন এত ঢিলে ঢালা মনোভাব তা নিয়েই নবান্ন জানতে চাইল জেলাশাসক ও পুর কমিশনারদের কাছে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলির মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১১,০১,২১৮ টি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে পোর্টালের মাধ্যমে। বিভিন্ন জেলাতে বাংলা সহায়ক কেন্দ্র গুলি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষত বিদ্যুতের সমস্যা, ইন্টারনেট সংযোগে সমস্যা, কম্পিউটার সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়ছে। শুধু তাই নয় চিঠিতে বলা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, তাদের অন্যান্য জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই। এমনকি বাংলা সহায়ক কেন্দ্র করে যথাযথ প্রচার করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। নবান্নের তরফের চিঠি দিয়ে যেমন এই বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনই এই বিষয়ে একাধিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর মুখ্য সচিবের স্বাক্ষর করা চিঠিতে বলা হয়েছে: ১) দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে পরিকাঠামো সংক্রান্ত যে সমস্যা গুলি রয়েছে এবং কী ভাবে সেই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করতে হবে প্রত্যেকটি বিভাগের সঙ্গে। ২) বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা যাঁরা অন্যান্য জায়গায় কাজ করছেন তাঁদেরকে দ্রুত সেই জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ৩) বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলির সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে অফিসারদের এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যারা নির্বাচিত হয়েছেন বা বিভিন্ন মিউনিসিপালিটিতে যারা রয়েছেন এবং কী কী ব্যবস্থা বা পরিষেবা এই বাংলা সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে দেওয়া যাবে, সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। ৪) প্রত্যেকটি পর্যালোচনা বৈঠকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র কি এবং তার পরিষেবা কী কী হবে সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে জেলাশাসক দের। ৫) একজন করে অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং আইটি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অফিসারদের বাংলা সহায়ক কেন্দ্রগুলিতে দায়িত্বে রাখতে হবে প্রত্যেক দিনের নজরদারি এবং কি কি কাজ করছে তা দেখার জন্য।

৬) বাংলার সহায়ক কেন্দ্র গুলির যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হবেন তাঁদেরকেও প্রশিক্ষণ নিতে হবে সরকারি পরিষেবাগুলি যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। ৭) বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলি যাতে দৃষ্টিগত ভাবেও ভাল হয় সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। নবান্নের তরফে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এই সাত দফা পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি জানানো হয়েছে বাংলা সহায়ক কেন্দ্র গুলি নিয়ে রাজ্যের উচ্চপর্যায়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে। সব মিলিয়ে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার যে প্রয়োজনীয় তৎপরতা শুরু করেছে তা কার্যত নিশ্চিত হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কলমচৌড়া এস এইচ জি ভিলে ফেডারেশনের অফিসের উদ্ধোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ জুলাই।। কলমচৌড়া এস এইচ জি ভিলে ফেডারেশনের অফিস কক্ষে উদ্ধোধন হল। আজ বেলা বার ঘটিকার সময় দক্ষিণ কলমচৌড়ায় স্ব-নির্ভর ভিলেজ ফেডারেশনের অফিস কক্ষের উদ্ধোধন হয়। ত্রিপুরা গ্রামীন জীবন জীবিকা প্রকলপের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর দল গঠনের মধ্যে দিয়ে গ্রামের পিছিয়ে পড়া অসহায় দীন দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নত করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছ রাজ্য সরকার।বিগত ৯/৪/২০১৭সালে সতের টি এস এইচ জি এর একশত সওর জন মহিলা সদস্য। নিয়ে দক্ষিণ কলম চৌড়া এস এইচ জি ভিলেজ ফেডারেশন স্ব-সহায়ক দল গঠন করা হয়ে ছে।কিন্তু ভিলেজ ফেডারেশনের দীর্ঘ চার বছর কনো অফিস ঘরে র ব্যবস্থা ছিলো না। আজ বহু প্রতি ক্ষার অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ কলম চৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ প্রধান এবং মেম্বার গনের প্রচেষ্টা ফিতা কেটে প্রধান জয়ন্তী সরকার অফিস কক্ষের শুভ উদ্ধোধন করেন। অদ্যকার মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীন জীবন জীবিকা প্রকল্পের কো অর্ডিনেটর সুজিত সরকার এবং উপপ্রধান সঞ্জয় সরকার ভিলেজ ফেডারেশনের সেক্রেটারি চন্দন। সরকার ও সভানেত্রী রুপা সাহা সঙ্গে অডিট কমিটির কার্যনির্বাহী সমপাদিকা স্বাপ্নাদেব (দাস)।উওর কলম চৌড়া এবং দক্ষিণ কলম চৌড়া র প্রতিটি এস এইচ জি থেকে দুই জন করে মেম্বার নিয়ে মোট চৌত্রিশ জনের কার্যকারি কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে ভি এফ গ্রুপ।প্রধান উনার বক্তব্যে র মধ্যে তুলে ধরেছেন যারা আমাদের এলাকায় এখোনো এস এইচ জি কিংবা ভিলেজ ফেডারেশনের অন্তরভূক্ত হয়নি তারা যেন অবশ্যই নাম নথী ভুক্ত করে সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রুপে র মাধ্যমে নিয়ে অর্থণৈথিক ভাবে সংসারজীবন উন্নয়ন করার একমাত্র চাবিকাঠি।এখান থেকেই কম সুধে ও কনো প্রকার স্বর্নের জিনিস ছাড়াই ঋন দেওয়া হয়।

না ফেরার দেশে চলে গেলেন কংগ্রেস দলের প্রবীণ কর্মী সূর হরি জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। না ফেরার দেশে চলে গেলেন কংগ্রেস দলের একনিষ্ঠ কর্মী তথা বহুদিনের পোড় খাওয়া নেতৃত্ব সূর হরি জমাতিয়া। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর। বহুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগ ভোগের পর মঙ্গলবার সকাল ৯:২৫ মিঃ নাগাদ ইহলোকের সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করে পরলোক গমন করলেন সূর হরি জমাতিয়া। মৃত্যুকালে উনি রেখে গেছেন ৭ পুত্র,৩ কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনি সহ বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিচয়।

মঙ্গলবার কংগ্রেস দলের একনিষ্ঠ কর্মী তথা বহুদিনের পোড় খাওয়া নেতৃত্ব সূর হরি জমাতিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তেলিয়ামুড়া থানাধীন হদ্রাই চাম্পামুড়া এলাকার বাড়িতে ছুটে যান ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতৃত্ব অশোক কুমার বৈদ্য। সেখানে গিয়ে উনি সূর হরি জমাতিয়ার দেহে পুষ্প মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য জানান,,,সূর হরি জমাতিয়ার প্রয়াণে কংগ্রেস দল গভীরভাবে শোকাহত। এখানে তিনি এসেছেন কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য। উনার অন্তিম যাত্রায় সামিল হবেন বলে জানান প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য। পরবর্তীতে হিন্দু রীতি নীতি মেনে ১১৬ বছর বয়সি সূর হরি জমাতিয়া-কে পরিবার-পরিজনদের চোখের জলে শেষ বিদায় জানানো হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

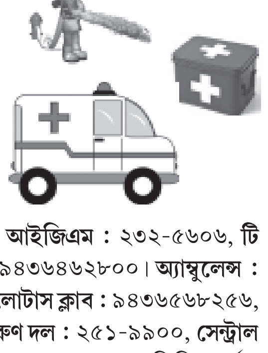

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুলাই।। মঙ্গলবার বিশালগড় মন্ডল এর উদ্যোগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন উপলক্ষে বিশালগড় মন্ডলের ২৭ নং বুথে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মন্ডল এর মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ, সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা সহ ২৭ নং বুথের শক্তি ইনচার্জ শংকর সাহা বিশালগড় মন্ডলের মিডিয়া ইনচার্জ বাপ্পি সাহা সহ অন্যান্য কার্য্যকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী। ২৭ নং বুথে স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর মূর্তি স্ট্যালিনের মূর্তি, লেনিনের মূর্তি ত্রিপুরায় এদেরকি অবদান রয়েছে, আমি জানিনা। স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যাপক অংশের জনগণ স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়ার জন্য হাজির হন। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া আলোচনা করেন বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব। বিশালগড় মন্ডলের ২৭ নং বুথে এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির টি সম্পন্ন হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন উপলক্ষে বিশালগড় মন্ডলের মেগা স্বাস্থ্য শিবির দেশের জনগণ স্বাস্থ্যপরিসেবা গ্রহণ করেন।

শান্তিরবাজার সংযোজন - ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে বাইখোড়ায় এক রেলি ও বাজারসভা অনুষ্ঠীত হয়। আজ ডঃ শ্যামাপ্রদাস মুর্খাজীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে একগুচ্ছ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এরইমধ্যে আজ বিকেল ৪ ঘটিকায় বাইখোড়ার লতুয়াটিলা কমিউনিটি হলঘরে কেঁক কেটে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রদাস মুর্খাজীর জন্মদিন পালন করলো বিজেপি সমর্থীত কর্মীরা। পরবর্তী সময় রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীর জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এস এস বি ক্যাম্প বাজারে এক অভিনন্দন মিছিল ও বাজার সভার আয়োজন করাহয়। এই সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। বাজার সভায় বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসম্মুখে তুলেধরেন।

উদয়পুর সংযোজন - আজ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২১তম জন্ম দিনটি সারাদেশের সঙ্গে মহাসমারোহে গোমতী জেলার সর্বত্র পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিজেপি দলের দলীয় উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠানটি হয় উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ি স্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা কার্যালয়ে। জেলা কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ প্রভৃতির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বৈচিত্র পূর্ণ্য জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুর পিতা শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি শ্রী অভিষেক দেবরায়।এছাড়াও বিজেপি দলের উদ্যোগে প্রতিটি বুথে এবং মন্ডল কার্যালয়গুলোতে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়

তেলিয়ামুড়া সংযোজন - তেলিয়ামুড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে এবং নব চিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ সহযোগিতায় ভারত কেশরী তথা রাষ্ট্রবীদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২১ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল মহা সাড়ম্বরে বর্তমান করুণা পরিস্থিতির নিতী নির্দেশিকা কে মান্যতা দিয়ে তেলিয়ামুড়া কবি নজরুল দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যাভবনের হল গৃহে।

মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। অনুষ্ঠানে মুখ্য সচেতক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নিতীন কুমার সাহা, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান অপু গোপ, তেলিয়ামুড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সিদ্ধার্থ শঙ্কর পাল, তেলিয়ামুড়ার ডি.সি.এম দেবপ্রিয়া দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সিদ্ধার্থ শঙ্কর পাল বলেন,উনি উনার জীবনে অনেক ত্যাগ করেছেন। এমনও হয়েছে উনি উনার মন্ত্রিত্ব পদ পর্যন্ত ছেড়েছেন। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে তিনি বহু ত্যাগ করে গেছেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধকের ভাষনে বিধায়িকা বলেন, আজকের যে এই অখণ্ড ভারত সেই অখন্ড ভারতের বিশিষ্ট রাষ্ট্র বীদ হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদান অনস্বীকার্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলে গেছেন - এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান।

বিজেপির গোমতী জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুলাই।। ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। জেলা প্রভারী তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অন্যতম সম্পাদক রতন ঘোষের প্রস্তাব মত ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি ডঃ মানিক সাহা ৪১ সদস্যক পুনর্গঠিত কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন। পুনর্গঠিত কমিটিতে সভাপতি অভিষেক দেবরায় ছাড়াও চারজন সহ-সভাপতি, দুইজন সাধারন সম্পাদক, চারজন সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন অফিস সম্পাদক ও ২৮জন কার্যকরী সদস্য সদস্যা রয়েছেন।

মন্ত্রিসভা

● আটের পাতার পর

সংস্থার দশ বছরের কাজ করার নথি। পরিবারেব ১৮ বছরের কম বয়সী সদস্যরাও এই সুবিধা পাবেন।

এই দুটি প্রকল্পের আবেদনই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার কাছে জমা দিতে হবে। জেলা শাসদ তদন্ত করবেন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব, আগরতলা প্রেসক্লাবের সচিব, আইন বিভাগের কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব, বৈদ্যুতিন, ওয়েব এবং প্রিন্ট মিডিয়া এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তাকে নিয়ে গঠিত আট সদস্যের কমিটি যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিকে, রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব, জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। সংগঠগুলির তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে সাংবাদিক কল্যাণে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য।

অল্পেতে

● আটের পাতার পর

বেশ কিছুদিন আগে বিশালগড় লালসিংমুড়া স্ট্যান্ড এলাকায় ভয়াবহ আগুনে ৬টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার এই ঘটনা। অন্যদিকে প্রদুল সাহার বাড়িতে এই গ্যাস লিকেজর ঘটনায় তাদের পরিবার সহ বিশালগড় বাজারেও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জনতার

● আটের পাতার পর

জনগণ বিদ্যুতের সমস্যায় একেবারে নাজেহাল। বিদ্যুতের সমস্যা থেকে সাধারণ জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মুক্তিযুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

সম্মিলিত রাখিবন্ধনের সাক্ষী। আগরতলার এই স্মৃতি-বিজড়িত স্থানটি ঘিরেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধরত গণমানুষকে ঐতিহাসিক ঋণবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। এই স্মৃতিস্তম্ভটি সম্প্রতি বিলোপ করা হয়েছে বলে তাঁরা গণমাধ্যমের খবরে জানতে পেরেছেন। তাঁরা বলেন, দুই দেশের রক্তরঞ্জিত সম্পর্কের ইতিহাস-জড়িত স্মৃতিস্তম্ভটি সরিয়ে ফেলায় আমরা ব্যথিত বোধ করছি। আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্মৃতিস্তম্ভটি যথাস্থানে স্বমহিমায় পুনঃস্থাপনের অনুরোধ জানাই এবং দুই দেশের মানুষের সম্পর্কের প্রতীকী স্মৃতিস্মারক সমূহ যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করি।

প্রদেশ কংগ্রেসের বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটির চেয়ারম্যান মানিক দেব ওই স্মৃতি স্তম্ভটি পুণরায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধা সহ ভারতীয় সেনাসদস্যদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীসময়ে এই জায়গাটি একটি রাজ্যের ইতিহাস হয়ে উঠে। তাঁর মতে, একটি মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করেই এই শহীদ স্মৃতিটি সরানো উচিত ছিল। তার বদলে বর্তমান সরকার অত্যন্ত অমর্যাদার সাথে এই শহীদ স্মৃতিটিকে গুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং ভারতীয় সেনাদের প্রতি অসন্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লালের বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিনত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুমিকা ছিল। তাঁদের তৎপরতায় তৎকালীন সময়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছিল। তাই, তিনি পুণরায় ওই স্মৃতি স্তম্ভ পুণরায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।

ইংল্যান্ড

● প্রথম পাতার পব

সেই মতো নথিভুক্ত সংস্থাকে পণ্য রফতানির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত এগ্রিকেটার এবং ফুড প্রোডাক্টের সঙ্গে যুক্ত সংস্থার তালিকা রয়েছে। আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু করোনার অতিমারীর জন্য তাদের তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। না হলে আরও অনেকবেশী পরিমানে বিভিন্ন রকমের পণ্য পাঠানো যেত।

তাঁর কথায়, আগরতলা বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরু হলে পণ্য রফতানিতে আমাদের সুযোগ আরও বাড়বে। তখন দিল্লি বা গৌহাটি হয়ে পণ্য পাঠানোর প্রয়োজন হবে না। তাতে সময় কম লাগবে। তিনি বলেন, কাঁঠাল বিদেশে ছাড়াও দেশের মধ্যে কর্নাটক, ভুবনেশ্বর থেকে অর্ডার আসছে। ওই সমস্ত জায়গা থেকেও এপিডা-র মাধ্যমে যোগাযোগ হচ্ছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন প্রজাতির আনারস করোনার কারণে পাঠানো যায় নি। আনারস নেওয়ার জন্য দুই-তিনটি কোম্পানি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। দেশের মধ্যে অনেক জায়গাতে আনারস পাঠানো হয়েছিল। কিন্ত, করোনার প্রকোপ না থাকলে আরও বেশি পরিমানে পাঠানো সম্ভব হতো। তাঁর দাবি, এখন কাঁঠাল চাষ করার জন্যে কৃষকদের উৎসাহ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীমে স্ব-উদ্যোগে কাঠাল চাষের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

টেকরই চোমুহনি এলাকায়। পেশায় তিনি চা বিক্রেতাছিলেন। সকালে আগরতলা থেকে শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের নিচে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় লোকজনরা মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ ও আরপিএফ জওয়ানরা। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে যোগেন্দ্র নগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, মঙ্গলবার সকালে কুমারঘাটে বিদ্যুৎ নিগম অফিস সংলগ্ন রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বুকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা যেন রোজনামচায় পরিনত হয়েছে। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারঘাটে।

সুত্রের খবর, এদিন সকালে স্থানীয়রা এলাকায় পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে জানান। পুলিশকে জানানো হলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে কুমারঘাট থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে থাকে। তখনই নজরে আসে জঙ্গলে পড়ে আছে একটি পচাগলা দেহ। স্থানীয়রা জানান বুধবার বিকেল থেকেই এলাকায় পচা গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু মঙ্গলবার সকালে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে তারা পুলিশে জানান বিষয়টি।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহটি এক সপ্তাহ পুরনো হবে,তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা না খুন এনিয়ে ধোয়াশায় পুলিশও। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জঙ্গল থেকে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে বিরাজ করছে তীব্র চাঞ্চল্য। প্রায় প্রতিদিনই ছোট্ট রাজ্যে এভাবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যে আইনের শাসন নিয়ে ঢাক পেটানো নেতা মন্ত্রীর বক্তব্যের পর সুশাসনের নমুনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মানুষ।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

পরা পরীক্ষার্থী এবং মহিলা ও ভিন্নভাবে সক্ষমরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। তাঁদের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে আলাদা আলাদা পরীক্ষায় বসতে হবেনা। কর্মী ও প্রশিক্ষণ দপ্তর গত ৭ বছর ধরে বিভিন্ন উদ্ভাবন এবং সংস্কারমূলক উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হন।

এই প্রসঙ্গে তিনি ২০১৪ সালের মে মাসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা বলেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আগে গেজেটেড আধিকারিকরাই প্রত্যায়িত শংসাপত্র তৈরি করতেন। বর্তমানে স্বপ্রত্যায়িত শংসাপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইএএস সিভিল লিস্ট ২০২১ বৈদ্যুতিন পুস্তিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এই তালিকা থেকে যোগ্য আধিকারিককে সঠিক জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে এই বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে। সিভিল অফিসারদের তালিকার ৬৬তম সংস্করণটি প্রথম বৈদ্যুতিনভাবে প্রকাশিত হল। পিডিএফ ফরম্যাটে প্রকাশিত এই বইয়ে আধিকারিকরা কোন ব্যাচের, ক্যাডারের, বর্তমানে তাঁরা কোথায় কর্মরত, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ বিভিন্ন তথ্য থাকবে। এই বইটি দেখতে চাইলে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬৩৯০১ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.৮৫ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৩ শতাংশ। নতুন করে ৪ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৯৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, লাগাতর পশ্চিম জেলাই সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১২৬ জন, দক্ষিন জেলায় ৬২ জন, গোমতি জেলায় ৫১ জন, ধলাই জেলায় ৬০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪১ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৯ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ৩৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

রদবদল হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল পরিবতন করা হয়েছে। আগামীকাল মন্ত্রিসভার রদবদল। এনিয়ে বিভিন্ন মহলে জোর আলোচনা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সাথে মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যেই অধিকাংশ পরিষেবায় অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা প্রথম রাজ্য যেখানে ১০০ শতাংশ নাগরিকের আধার কার্ড হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে পিছিয়ে পড়া প্রদেশ হিসেবে প্রতিপন্ন করা হতো। বর্তমানে মানসিকতা বদলাচ্ছে। এখন স্টার্ট-আপ সহ উদ্যোগের বর্ধিত সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ত্রিপুরায় স্টার্ট আপের মাধ্যমে বড় মাত্রায় রোজগার তৈরীর লক্ষ্যে উৎসাহিত করেছেন। আর সেই পথেই বেশী সংখ্যায় স্টার্ট আপ যুক্ত করে আগামী পাঁচ বছরে অধিক মাত্রায় উদ্যোগ তৈরী করে রোজগারের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। রাজ্যে এর উদ্বোধনের প্রথম ধাপেই এই মানসিকতা সম্পন্ন ভালো সংখ্যায় ব্যক্তিরা যুক্ত হচ্ছেন। আগে এর জন্য রাজ্যের ছেলে মেয়েদের বহিঃরাজ্যে ছুটতে হত। এখন রাজ্যেই সমস্ত রকমের সুযোগ তৈরী হচ্ছে। বাড়ছে উদ্যোগ তৈরীর সম্ভবনা। তাঁর দাবি, রাজ্যের ছেলে মেয়েরা এরাজ্যেই নিশ্চিত ভবিষ্যত গড়ে তোলার সুযোগ পান, সেই দিকে গুরুত্ব দিয়েই কাজ করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় গোটা রাজ্যে সিএসসি সেন্টার ছিল মাত্র ১৫০ টি। নাগরিকদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টি করা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার বিকাশের লক্ষ্যে আগর নির্ভর ২ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ আগর গাছ থাকলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখেন নি। এর সুযোগ নিয়ে একটা অংশ রাজ্যের আগর থেকে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করেছে। বর্তমানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা, আগর মিশনের মাধ্যমে, রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। রাজ্যে উন্মোচিত হচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দর্শনকে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাতেও আজ ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে। কোভিড আচরণবিধি মেনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস, বিধায়ক মিমি মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ডাঃ পি কে গোয়েল, রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, ত্রিপুরা স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণোদয় সাহ প্রমুখ।

সিপিআইএম

● প্রথম পাতার পর

কাঠগড়ায় দাঁড় করেছেন।

তিনি আজ ক্ষোভের সুরে বলেন, মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে গেলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। এ-ধরনের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, সারা ভারত কিষান মোর্চার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র করের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করে হয়রানির চেষ্টা করা হচ্ছে। যা ইতিপূর্বে বাদল চৌধুরীর সাথে করেছে ত্রিপুরা সরকার। তাঁকে অযথা জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। এদিন তিনি প্রশাসনের এ-ধরনের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক আজ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা এবং ধলাই জেলার লংতরাইভেলী মহকুমায় এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদীরা নতুন করে সদস্যপদ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। রাজ্যে কাজের ভীষণ অভাব, তাই যুবকরা সন্ত্রাসবাদীদের আহবানে সাড়া দিয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের যুক্ত হচ্ছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, সন্ত্রাসবাদীরা যুবকদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে জঙ্গি শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিক দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। সাথে তাঁর পরামর্শ, ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসবাদি দলে যারা যোগ দিয়েছে তাদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

একই সাথে আজ তিনি তিপ্রা মথার কার্যকলাপকেও পরোক্ষে সমালোচনা করেন। তিপ্রা মথার সভাপতি বিজয় রাঙ্খলই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের জন্মদাতা বলে নিশানা করেন। তাঁর দাবি, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে রাজ্যের বহু সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থক সহ সাধারন মানুষ খুন হয়েছেন।

শিক্ষকদের

● প্রথম পাতার পর

কোনো অবস্থাতেই ঋণের টাকা কেটে রাখা যাবেনা বলে দাবি জানিয়েছেন তারা। তাদের দাবি, চাকরি ফিরে না পাবেন ততদিন পর্যন্ত সুদ সমেত কিস্তির টাকা ফেরত নেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক নেত্রীর ডালিয়া দাস অভিযোগ করেছেন, রাজ্য সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করে চলেছেন। মৌনতা ভেঙ্গে অবিলম্বে চাকুরীচ্যূতদের চাকুরীতে নিযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরো অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রয়াত সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না।এ ধরনের কার্যকলাপ এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তারা করোনা বিধি লংঘন করেছেন। সে কারণেই তাদেরকে গ্রেপ্তর করা হয়েছে। পুলিশের এ ধরনের কার্যকলাপ এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ মিছিল-মিটিং অব্যাহত রেখেছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। শুধুমাত্র চাকরিচ্যুত শিক্ষক-কর্মচারীরা যখন তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে আসেন তখন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পুলিশের এ ধরনের পক্ষপাতমূলক কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারীদের এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানান, করোনা বিধি লংঘন করলে তাদেরকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ রয়েছে। আইন রক্ষার জন্যই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকারা মঙ্গলবার সহকর্মী প্রয়াত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আসলে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

ত্রিপুরায় নয়া

● প্রথম পাতার পর

বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় বলেন, সত্যদেব নারায়ণ আর্য-কে ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর জ্ঞানসম্পন্ন ও যোগ্য দিকনির্দেশনায় ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, আজ দেশের আটটি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই আটটি রাজ্য হল-কর্ণাটক, মিজোরাম, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, গোয়া, হরিয়ানা, ত্রিপুরা ও ঝাড়খন্ড। কর্ণাটকের রাজ্যপাল করা হয়েছে থাবরচন্দ গেহলটকে, মিজোরামের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে হরি বাবু কাম্ভামপতিকে, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল করা হয়েছে মঙ্গুভাই ছগনভাই প্যাটেলকে এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হচ্ছেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর। মিজোরামের রাজ্যপাল ছিলেন পি এস শ্রীধরণ পিল্লাই, তাঁকে গোয়ার নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈসকে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল করা হয়েছে এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন বন্দারু দত্তাত্রেয় তাঁকে হরিয়ানার রাজ্যপাল করা হয়েছে।

াঙ্গন

আইসিসির একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে মিতালি রাজ

দুবাই, ৬ জুলাই (হি.স.): বয়সটা তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি সংখ্যা। ৩৮ বছর বয়সে আবারও একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে পৌঁছে সেটাই প্রমাণ করলেন মিতালি রাজ। ২০০৫ সালে প্রথম বার এক নম্বরে এসেছিলেন। এরপর এই নিয়ে আট বার শীর্ষ স্থানে এলেন তিনি।

সম্প্রতি মেয়েদের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়েছেন ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে ২০৬ রান করেছেন মিতালি। নতুন রেকর্ড গড়ার পরেই আরও একটি সুখবর পেলেন মিতালি। মহিলা ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান হিসেবে মিতালি আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছে গেলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে মিতালির অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণেই আইসিসি-র মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকায় চার ধাপ উঠে শীর্ষে চলে এলেন তিনি। তার ফলে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম শীর্ষে এলেন তিনি। তাঁর ২২ বছরের ক্রিকেট জীবনে এই নিয়ে ৮ বার শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিলেন ৩৮ বছরের মিতালি।

মিতালি ছাড়াও ব্যাটসম্যানদের তালিকায় আইসিসির র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম দশে রয়েছেন আর এক ভারতীয় স্মৃতি মান্ধানা। তিনি নয় নম্বরে রয়েছেন। বোলারদের বিভাগে আবার ঝুলন গোস্বামী রয়েছেন পাঁচে এবং পুনম যাদব রয়েছেন নয় নম্বরে। অলরাউন্ডারদের তালিকায় ভারতের দীপ্তি শর্মাই একমাত্র প্রথম দশে জায়গা পেয়েছেন। তিনি রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বেন স্টোকসের নেতৃত্বে পাক সিরিজের জন্য নতুন দল ঘোষণা ইসিবির

লণ্ডন, ৬ জুলাই (হি. স.): পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজের আগে করোনায় আক্রান্ত ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সাত সদস্য। জ্যাক ক্রাউলি, জন সিম্পসনসহ মোট নয়জন ক্রিকেটারকে প্রথমবার পঞ্চাশ ওভারের দলে সুযোগ দেওয়া হল। ফলে নতুন দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। জ্যাক ক্রাউলি, জন সিম্পসনসহ মোট নয়জন ক্রিকেটারকে প্রথমবার পঞ্চাশ ওভারের দলে সুযোগ দেওয়া হল। এই দলের নেতৃত্বে থাকবেন বেন স্টোকস।

বৃহস্পতিবার (৮জুলাই) কার্ডিফে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে খেলতে নামার কথা ছিল ইংল্যান্ডের। তবে তার আগেই ঘটে বিপত্তি। তিন ক্রিকেটারসহ দলের সাত সদস্য করোনার কবলে পড়ায় ইয়ন মর্গ্যানসহ গোটা ইংল্যান্ড দলকেই নিভৃতবাসে পাঠানো। নিয়মিত দলের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন দল ঘোষণা করার কথাও জানানো হয় ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফে (ইসিবি)। সেই মতোই জ্যাক ক্রাউলি, জন সিম্পসনসহ মোট নয়জন ক্রিকেটারকে প্রথমবার পঞ্চাশ ওভারের দলে সুযোগ দেওয়া হল। কাউন্টি ক্রিকেট থেকে সরাসরি আঙুলের চোট সম্পূর্ণভাবে সারানোর আগেই দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকসের। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন। তবে দলে বড় অনুপস্থিতি বলতে অ্যালেক্স হেলস। ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে ড্রাগ পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই সিরিজে আশা থাকলেও ফের একবার আক্রমণাত্মক ওপেনিং ব্যাটসম্যানকে বাদ রেখেই দল গড়ল ইসিবি।

ইসিবির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যাশলে জাইলস বলেন, 'দলের বেশিরভাগ সদস্যও ২৪ ঘন্টা আগে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার আশা করছিল না। তাই সর্বোচ্চ স্তরে নিজেকে প্রমাণ করার তাঁদের কাছে এটা বিরাট একটা সুযোগ। আমরা কিছু তরুণ প্রতিভা এবং কাউন্টি ক্রিকেটে যারা ভাল খেলেছে তাঁদের নিয়েই দল গঠন করেছি।' পাশাপাশি প্রথমবার অধিনায়কের দায়িত্বভার সামলানো স্টোকসকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। 'বেন (স্টোকস) এর আগে কোনদিনও ইংল্যান্ড ওয়ান ডে দলের অধিনায়কত্ব করেনি। তাই ওর জন্য এটা বিশাল সম্মানের ব্যাপার। আমাদের সকলের তরফে ওর জন্য শুভেচ্ছা রইল এবং আমি নিশ্চিত এই ভূমিকায় ও সাফল্য লাভ করবে। আমি ইসিবির তরফে পিসিবি (পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড)-কেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, এই মুশকিল পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থান বোঝার জন্য।' জানান জাইলস।

পাকিস্তান সিরিজের জন্য ইংল্যান্ড দল:- বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেক বল, ড্যানি ব্রিগস, ব্রাইডন কারস, জ্যাক ক্রাউলি, বেন ডাকেট, লুইস গ্রেগরি, টম হেল্ম, উইল জ্যাকস, ড্যান লরেন্স, সাকিব মেহমুদ, ডেভিড মালান, ক্রেগ ওভারটন, ম্যাট পার্কিনসন, ডেভিড পাইন, ফিল সল্ট, জন সিম্পসন, জেমস ভিন্স।

মারাদোনার ট্যাটু গায়ে আঁকা ইনসিগনেই এখন ইতালির সেরা বাজি

রোম: চলতি ইউরো কাপে দুরন্ত ছন্দে ইতালি। প্রথম ম্যাচ থেকেই যেন টপ গিয়ারে। যে সামনে এসেছে উড়ে গিয়েছে। কিছুটা অস্ট্রিয়া এবং বেলজিয়াম ছাড়া সেভাবে অজুরি ব্রিগেডকে আটকাতে পারেনি কেউ। আর দলের ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম লোরেঞ্জো ইনসিগনে দুর্দান্ত ছন্দ রয়েছেন। গোল করছেন, করাচ্ছেন। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটা অনেকদিন মনে থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের। নাপোলির এই ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনার অন্ধ ভক্ত। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মারা যাওয়ার পর বিশেষ একটি ট্যাটু করেছিলেন তিনি। নিজের বাঁদিকের থাইয়ে রয়েছে ওই ট্যাটু। মারাদোনার মুখ দেখে সব সময় অনুপ্রাণিত হন। ফুটবল ঈশ্বর বলে মনে করেন তাঁকে। এবার ইউরো কাপে তাঁর ভাল পারফর্ম করার পেছনে এই ট্যাটুর ভূমিকা দেখছেন অনেকে। ইনসিগনে অবশ্য মুখে নয়, মাঠেই পারফর্ম করে যেতে চান।টানা ৩২ ম্যাচে অপরাজিত ইতালি। দু''বছরেরর বেশি সময় ধরে হারের স্বাদ পায়নি রবার্তো মানচিনির দল। ইউরোতেও স্বপ্নের ছন্দে রয়েছেন ইনসিগনেরা। শুক্রবার রাতে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা বেলজিয়ামকে বশ মানিয়ে সেমি-ফাইনালে পৌঁছেছে আজ্জুরিরা। আর মাত্র দু''টি হার্ডলস টপকালেই অর্ধশতাব্দী পর ইউরোর ট্রফি ঘরে তুলবে ইতালি। শেষবার তারা ইউরোপ সেরা হয়েছিল ১৯৬৮ সালে।তবে কোচ রবার্তো মানচিনি এখনই এসব নিয়ে ভাবতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, ''একটা কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠলাম। আপাতত এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই। পরেরটা পরে ভাবব।'' দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার লেফট ব্যাক লিওনার্দো স্পিনাজলা চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন। সুস্থ হতে কমপক্ষে মাসখানেক। মানচিনি মনে করেন দুর্দান্ত ফর্মে থাকা লিওনার্দোর অভাব টের পাবে দল।তবে কাউকে না কাউকে ওই পজিশনে ফিট করে নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। অন্যদিকে মারাদোনায় অনুপ্রাণিত ইনসিগনে সেমিফাইনালে স্পেনকে হারিয়ে ২০১২ সালের বদলা নিতে চান। সেবার ফাইনালে স্পেনের কাছে ৪ গোলে হেরেছিল ইতালি। ২০১৬ ইউরোতে অবশ্য স্পেনকে হারিয়ে জবাব দিয়েছিল ইতালি। কিন্তু তিনি ছিলেন না ওই দলে। ওই সময় তিনি জুনিয়র ফুটবল খেলতেন। কিন্তু সেই ব্যথা পুষে রেখেছেন মনে। আবার সামনে স্প্যানিশ আর্মাডা। মারাদোনার ভক্ত চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি।

ঐতিহ্যবাহী রঞ্জি ট্রফিকে পাখির চোখ করে খুব শিগগিরই অনুশীলনে নামতে চায় বাংলা

ইতিমধ্যেই নতুন মরসুমের জন্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ড্র ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। এক বছর পর ফের ময়দানে ফিরছে ঐতিহ্যবাহী রঞ্জি ট্রফি। গতবার কোভিড পরিস্থিতির কারণে ৮৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রঞ্জি ট্রফি। তবে নতুন মরসুমে ফিরছে ঐতিহ্যবাহী এই টুর্নামেন্ট। যার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে সিএবি।মরসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট হিসাবে বাংলা দল মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এই প্রতিযোগিতা দিয়েই ভারতের ঘরোয়া মরসুম শুরু হতে চলেছে। তারপরই আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে রঞ্জি ট্রফি। বাংলা দলের কোচ অরুন লালের পাখির চোখ রঞ্জি ট্রফি। আর রঞ্জি ট্রফিতে ভালো ফল করতেই আগামী ১৫ জুলাই থেকে অনুশীলনে নামতে চলেছে বাংলা দল। তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া।তবে অনুশীলনের আগে নতুন মরসুমের জন্য নিজেদের পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে চায় বাংলা ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

কোপার ফাইনালে মেসির আর্জেন্তিনাকে চান নেইমার

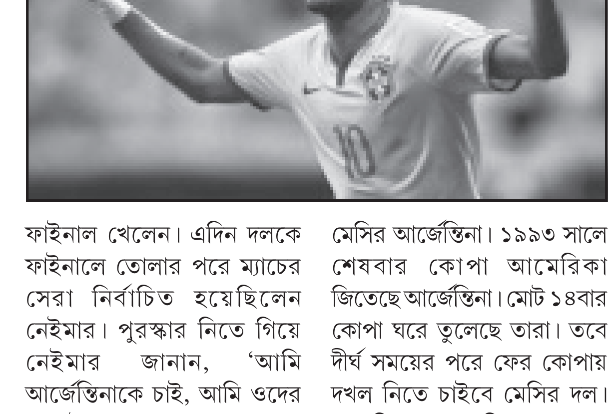

রিও ডি জেনেইরো, ৬ জুলাই (হি.স.): কোপা আমেরিকার ফাইনালে যেন মেসির আর্জেন্তিনাই ওঠে। ফাইনালে আর্জেন্তিনাকে চেয়ে এমনই বার্তা দিলেন ইতিমধ্যে কোপার ফাইনালে পৌঁছে যাওয়া ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার। আসলে নেইমার ও লিওনেল মেসির বন্ধুত্বের কথা অনেকেই জানেন। বার্সেলোনায় খেলার সময়ে তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা আরও বেশি হয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো কোপার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মাঠে বল গড়ানোর আগেই নেইমার জানিয়ে দিলেন তিনি ফাইনালে মেসিদেরই চান। ১-০ ব্যাবধানে সেমিফাইনালে পেরুকে হারিয়ে কোপার ফাইনালে উঠল ব্রাজিল। তবে রবিবারের ফাইনালে কার বিরুদ্ধে খেলবেন না নেমাররা, তা ঠিক হবে বুধবার আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচে। তবে নেইমার চান তারা যেন মেসির আর্জেন্তিনার সঙ্গেই ফাইনাল খেলেন। এদিন দলকে ফাইনালে তোলার পরে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন নেইমার। পুরস্কার নিতে গিয়ে নেইমার জানান, 'আমি আর্জেন্তিনাকে চাই, আমি ওদের জন্য উল্লাস করব। ওখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।' তবে এই কথা বলার পরে নেইমার জানান ফাইনালে যেই উঠুক, চ্যাম্পিয়ন কিন্তু ব্রাজিলই হবে। তিনি জানান, 'ফাইনালে ব্রাজিলই জিতবে।' কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলতে নামবে মেসির আর্জেন্তিনা। ১৯৯৩ সালে শেষবার কোপা আমেরিকা জিতেছে আর্জেন্তিনা। মোট ১৪বার কোপা ঘরে তুলেছে তারা। তবে দীর্ঘ সময়ের পরে ফের কোপায় দখল নিতে চাইবে মেসির দল। অন্যদিকে কলম্বিয়াও মাত্র একবারই কোপার স্বাদ পেয়েছে, ২০০১ সালে তারা এই ট্রফি জিতেছে। দুই দলের মধ্যে যারা জিতবহে তারাই পৌঁছে যাবে ফাইনালে। সেখানে নেইমারের ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে তারা। - হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কোপার ফাইনালে পৌঁছে গেল ব্রাজিল, পেরুকে হারালেন নেমাররা

রিও ডি জেনেইরো, ৬ জুলাই (হি.স.): কোপা আমেরিকার ফাইনালে পৌঁছে গেল গত বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। সেমিফাইনালে ১-০ গোলে পেরুকে হারিয়ে দিলেন নেমার, লুকাসরা। ফলে ২১ তম কোপার ফাইনালে উঠে গেল ব্রাজিল। ২০১৯ সালের ফাইনালে পেরুকে হারিয়েছিল ব্রাজিল, সেই পেরুকেই এ বার সেমিফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠল ব্রাজিল।

শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিলেন সেলেকাওরা। কখনও নেমার, কখনও লুকাস পাকুয়েটা, কখনও আবার ক্যাসেমিরো। ৩৫ মিনিটের মাথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ব্রাজিল, নেমারের পাস এবং পাকুয়েটার গোল। জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন লুকাস। পাকুয়েটার গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই সাজঘরে ফিরে যায় ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই চাপ বাড়াতে শুরু করে পেরু, তবে গোল দিতে পারেনি। সবশেষে ১-০ ব্যাবধানে সেমিফাইনালে পেরুকে হারিয়ে কোপার ফাইনালে উঠল ব্রাজিল। তবে রবিবারের ফাইনালে কার বিরুদ্ধে খেলবেন না নেমাররা, তা ঠিক হবে বুধবার আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচে।

করোনার কবলে ইংল্যান্ড দলের সাত সদস্য

ব্রিস্টল, ৬ জুলাই (হি. স.): পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজের আগে দুঃসংবাদ ইংল্যান্ড শিবিরে। করোনায় আক্রান্ত ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সাত সদস্য। তাদের মধ্যে রয়েছেন তিন ক্রিকেটার ও চার স্টাফ। সিরিজ শুরুর আগে ব্রিস্টলে কোভিড টেস্ট হয় সেখানেই করোনা পজিটিভ হয়েছেন সাতজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে।তাদের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। ৪ জুলাই থেকে তাদের আইসোলেশন শুরু হচ্ছে।

ইসিবির প্রধান নির্বাহী টম হ্যারিসন গণমাধ্যমে পাঠানো বার্তায় বলেন, 'ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ার যে শঙ্কা করা হচ্ছে আমরা তাতে সতর্ক। আমরা আমাদের সুরক্ষা বলয় নিয়ে সচেতন এবং আরও জোরদার করার চেষ্টা চালাচ্ছি। ১৪ মাস ধরে ক্রিকেটার, স্টাফরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখছে। সামনে তাদের আরও সচেতন থাকতে হবে।'

ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে। ৮ জুলাই সিরিজের প্রথম ওয়ানডে হবে কার্ডিফে। পরের দুইটি ওয়ানডে হবে ১০ ও ১৩ জুলাই। তিনটি টি-টোয়েন্টি হবে ১৬, ১৮ ও ২০ জুলাই।

Biplab Kumar Deb

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA-799010

বনমহোৎসব ২০২১
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

বন আমাদের অন্য মা। স্মরণাতীতকাল থেকেই বনের সাথে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বন ধরে রেখেছে আমাদের ধরিত্রীকে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বন যেমন অক্সিজেনের যোগান দেয় তেমনি মানব সভ্যতাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বনের ভূমিকা অপরিসীম। এক সময় আমাদের দেশের বনে মুনি-ঋষিদের আশ্রম ছিলো। এই আশ্রমগুলি আমাদের দেশের পরম্পরার এতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বনের ভূমিকা স্মরণ করেই প্রতিবছর উদযাপিত হয় বনমহোৎসব। এবছরও বৃক্ষরোপণকে উৎসাহিত করতে রাজ্যজুড়ে উদযাপিত হবে বনমহোৎসব। এবারের বনমহোৎসবের মূল ভাবনা হচ্ছে "ঘর ঘর আগর-হর ঘর আগর'।

বন ছাড়া মানব জীবন বা মানব সভ্যতা কল্পনাই করা যায় না। বন বন্য প্রাণীদের আবাসস্থল, বাস্তুতন্তরক্ষা ও জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে আসছে। বৃক্ষরোপণে সকল শ্রেণীর মানুষের অংশ গ্রহণের গুরুতু উপলব্ধি করে রাজ্যের বন দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পে বনায়ন ও নার্সারি তৈরি করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন করতে বিদ্যালয়গুলিতেও নার্সারি তৈরিতে সহায়তা করা হচ্ছে। রাজপথের দু''ধারে বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। বন ও জীব বৈচিত্র, রক্ষার কাজে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলকে যুক্ত করার কাজ" এগিয়ে চলেছে। নদীর তীরের ভাঙ্গন রোধ করতে ও বৃষ্টির জল ধরে রাখতে রাজ্যে বনায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বন আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গুরুতূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাশের তৈরি পরিবেশবান্ধব দ্রব্য আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে দেশ বিদেশের বাজারে রাজ্যের বনজ সম্পদের শিল্প সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই বাশ-ভিত্তিক ও বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্পের বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্ব-নির্ভর পরিবার যোজনায় রাজ্যে আগামী তিন বছরে ৩০ লক্ষ চারাগাছ বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। জীবিকার সংস্থান ও শিল্পের উপাদান হিসেবে রাজ্যে আগর চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "ঘর ঘর আগর-হর ঘর আগর" এই স্লোগানকে সামনে রেখেই রাজ্যে

বাণিজ্যিকস্তরে আগর গাছের চাষ ও আগর-ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্টপোষকতায় জলবায়ু আর্দতা সংরক্ষণ ও স্থানীয় মানুষের আর্থিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাইকা ও ইন্দো-জার্মান প্রকল্প চালু করেছে।

রাজ্যের স্মতিবন, ইকো পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও অভয়ারণ্যগুলি আমাদের উন্নত প্রাকৃতিক এতিহোর নিদর্শন। বনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে হবে। ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণে উৎসাহ যোগাতে ও অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রতিহত করতে সমাজের সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে আরও বৃক্ষরোপণ করি। রাজপথের দু''ধারে - বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজকে দতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাই। বনাঞ্চল তুলি। বন রক্ষায় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ সবথেকে জরুরি।

জয়হিন্দ।

(বিপ্লব কুমার দেব)

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER REF. No: F.2(19)-AGMC/S & P/2019-20(IV) Dt. 09/07/2021

TENDER FOR "Hiring of Swaraj Mazda 32-Seater Bus (Diesel) vehicle for the Department of Community Medicine, Agartala Government Medical College & GBP Hospital Agartala".

A Tender hereby invited on behalf of the Medical Superintendent tir, Head of Department, A.G.M.0 G.13.P. Hospital, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafidc licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state •2f Tripura for **"Hiring of Swaraj Mazda 32-Seater Bus (Diesel) vehicle for the Department of Community Medicine, Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala".**

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents arc made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last. date/time of submission of the tender documents by online is 28/07/2021 **up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.**

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.0 & G.B.P. Hospital, Agartala.

ICA-C-1253/2021-22

Ref. No: F.1.2/AGMCNRDL/ BSL-III/UPGRADE/2020/12370-71

Dated: 3rd July, 2021.

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartalq, invites e-tender for **Establishment of Biosafety Level-3 (Bsl-3) Laboratory and Associated Works at Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala** through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.The tender fee (Non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online Payment facility provided in the Portal, any time before Bid Submission End Date using either of the supported Payment modes like Net Banking/Debit Card/Credit Card. Last date of bid submission is **25.07.2021 up to 5:00 PM**. The related details of the e-Tender can be obtained from the aforesaid website. Corrigendum/Addendum/Cancellation, if any, will be published only on the above website, and shall be clewed integral part of the NIT.

(Prof. Sanjib Kr. Debbarma)
Medical Superintendent &
Head of Department,
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA-C-1247/2021-22

PNIeT NO- 27/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.09/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	959984.00	20-07-2021
2	DNIe-T No.10/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	965418.00	
3	DNIe-T No.12/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	710200.00	
4	DNIe-T No.28/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	965418.00	
5	DNIe-T No.29/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	933398.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-1259/2021-22

মঙ্গলবার আগরতলায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২১ তম জন্মজয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ছবি নিজস্ব।

তুইসিন্দ্রাইয়ে সরকারি স্কুলের শিক্ষকের প্রাইভেট টিউশন বাণিজ্য নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। বর্তমান করোনা পরিস্থিতি সময় কালে টিউশন বাণিজ্য চালিয়ে শিক্ষকরা তাদের মর্যাদা হারাচ্ছে। দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষকদের টিউশন বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমণের হার বাড়ছে নিত্যদিন, মৃত্যুর মিছিল ও অব্যাহত।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এক শিক্ষক বাবু উনার টিউশন বাণিজ্যকে ক্রমান্বয়ে সাথে পাল্লা দিয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে। অথচ উনি আবার তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে চাকুরী করেন। ওই গুণধর শিক্ষকের নাম নন্দ লাল চৌধুরী। ছাত্র মহলে পরিচিত নন্দু স্যার।উনি গত কয়েকদিন ধরে জ্বর সংক্রমণে ভুগছিলেন তেলিয়ামুড়ার গৌরাঙ্গ টিলা স্থিত নিজ বাড়িতেই। এই জ্বর সংক্রমণ নিয়েই সরকারি স্কুলের শিক্ষক নন্দ লাল চৌধুরী নিজ বাড়িতেই টিউশন বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে।

রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের বিধি নিষেধ গুলিকে বগলদাবা করে ওই শিক্ষকের টিউশন বাণিজ্য। টিউশন বাণিজ্যের কক্ষের ফটকে তালা ঝুলিয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝাতে চাইছেন টিউশন বাণিজ্যে তিনি লিপ্ত নন। অথচ বাস্তব চিত্র অন্যরকম। টিউশন বাণিজ্য নিয়ে ওই গুণধর শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সুবোধ বালকের মতো চুপটি করে নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে থাকেন তা-ও আবার মাস্ক বিহীন অবস্থায়।

কিন্তু উনার টিউশন বাণিজ্যের কক্ষে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন মাস্ক বিহীন অবস্থায়, তেমনি জ্বরে আক্রান্ত শিক্ষক নন্দ লাল চৌধুরী ও ছিলেন মাস্ক বিহীন অবস্থায়।তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলেও করুণা পরীক্ষা করেননি। শিক্ষক বাবু ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও এলাকারই এক প্রমিলা তেড়ে-ফুঁড়ে আসেন শিক্ষকের পক্ষ নিয়ে। শক্ষক বাবুর পক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে ওই প্রমিলা জানায়, শিক্ষক নন্দ লাল চৌধুরী অসুস্থ, জ্বরে আক্রান্ত তিনি। প্রশ্ন থেকে যায় একজন শিক্ষক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ও এবং শিক্ষা দপ্তরের টিউশন বাণিজ্যের গাইডলাইন কে বগলদাবা করে কিভাবে টিউশন বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। বকলমে শিক্ষক বাবু আবার নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থের বিনিময়ে পাঠ দান করেন।

খোয়াইয়ে বসতঘর ভষ্মিভূত, অভিযোগ নাশকতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ জুলাই।। নাশকতার আগুনে পুড়লো বসতবাড়ি। ঘটনা খোয়াই থানার অন্তর্গত পূর্ব সোনাতলা ল্যান্ডলেস কলোনি এলাকায়। নাশকতার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসত ঘর। ঘটনা মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ পূর্ব সোনাতলা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ কন্দের বাড়িতে। বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় বসতঘর সহ সমস্ত আসবাবপত্র। নাশকতার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে অনুমান। নাশকতার আগুনে গোটা কৃষ্ণ কন্দের পরিবার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানহীন হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ কন্দ পেশায় একজন দিনমজুর। জানা গেছে, সকাল ৯ টা নাগাদ কৃষ্ণ কন্দের মেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রতিবেশীর বাড়িতে যায়। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখতে পায় ঘরের পেছনে ছাউনিতে আগুন। ঘরের পেছনে যেতেই রুমাল দিয়ে মুখ বাধা যুবক দৌড়ে পালিয়ে যায়। কৃষ্ণ কন্দের মেয়ে পেছনে ধাওয়া করে। কিছুটা পথ যেতেই ওই যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখায়। বসত ঘরে হঠাৎ আগুন দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় খোয়াই অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা আসার আগেই আগুনে পুরে ছারখার হয়ে যায় বাড়ির ঘর। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে খোয়াই থানার পুলিশ।

বিদ্যুৎ চপলতায় বিরক্ত হয়ে নিগমের অফিস ঘেরাও জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুলাই।। বিশালগড়ের পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকার জনগণ বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম অফিস ঘেরাও করলেন। বিদ্যুতের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে গোকুলনগরস্থিত রাস্তার মাথায় ডিজিএম অফিস ঘেরাও করলেন পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকার জনগণ। তাদের দাবি দীর্ঘ তিন মাস যাবত পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকায় বিদ্যুৎ একেবারে নেই বললেই চলে। বিদ্যুৎ কর্মীদের এলাকার বিদ্যুৎ সারাই করা কথা জানালেও কোনোভাবেই কর্ণপাত করছেন না। এমনকি বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীদের কল করলে তারা রিসিভার তুলে হাসাহাসি করে পুনরায় রেখে দেন। কখনো তারা মদে মত্ত অবস্থায় থাকেন বলেও জানান ক্ষুব্দ গ্রাহকরা। অবশেষে মঙ্গলবার ডিজিএমকে ঘেরাও করার পর বাধ্য হয়ে ডিজিএম পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান করার জন্য সরেজমিনে যান এসডিওকে নিয়ে। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন এর এলাকাসহ পুরো বিশালগড় এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত সহ ৫ দেশের উপর থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলল জার্মানি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.): ভারত, গ্রেট ব্রিটেন-সহ যে পাঁচ দেশের নাগরিকদের উপর থেকে জার্মানিতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা তুলে অ্যাঞ্জেলা মের্কেল প্রশাসন। সোমবার এমনই ঘোষণা করা হয়েছে সেদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে। ফলে আজ মঙ্গলবার থেকে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত জার্মানি।

করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। আগের তুলনায় পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হলেও ইতিমধ্যে একাধিক দেশে ডেল্টা প্রজাতি ছড়িয়েও পড়েছে। তবে করোনার নয়া এই ভ্যারিয়েন্টে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারত এবং ব্রিটেন। এই দুই দেশের নাগরিক উপর ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল একাধিক দেশে। তবে এস্টোনিয়ার পর এবার ভারত ও ব্রিটেনের নাগরিকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল জার্মানিও। জানা গিয়েছে, শুধু ভারত বা গ্রেট ব্রিটেন নেপাল, রাশিয়া এবং পর্তগালের নাগরিকদের উপর থেকে জার্মানিতে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এই দেশগুলিতে আটকে থাকা জার্মানরা শুধু নন, এই দেশগুলির বাসিন্দারাও জার্মানিতে যেতে পারবেন।

ভারতে থাকা জার্মান রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার জে লিন্ডার বলেন, "ভারতীয় নাগরিকরদের উপর থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা যাতে উঠে যায় সেই চেষ্টা করার কথা জানিয়েছিলাম এবং শীঘ্রই আপনাদের জানিয়ে দেব বলেছিলাম। আগামীকাল থেকে ভারত-সহ পাঁচ দেশের উপর থেকে সেই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে। বাকিটা ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।"

প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা সপ্তাহ উদযাপন বিশালগড় কৃষি দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা সেবা সপ্তাহ উদযাপন করা হয় বিশালগড় কৃষি দপ্তর অফিসে।উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লক চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা সহ কৃষি দপ্তরের আধিকারিক গন। মুখ্য উদ্দেশ্য একটাই প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় অধিকতর অধিকভাবে কৃষকদের যাতে বীমার আওতায় আনা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করা। ফসল বীমা যোজনা ন্যূনত ১০ টাকা থেকে শুরু হয় তার মধ্যে সরকার ২১০ টাকা প্রদান করা হয়। বোরো ফসল বিশালগড় মহাকুমার অধীনে ৫২০০ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়। যে সকল কৃষক বোরো ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তের ৭ দিনের মধ্যে তাদের বীমা কোম্পানি থেকে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের এখন আমন ধান রোপন করার মরশুম তাই আমন ফসল বীমা যোজনা প্রকল্প শুরু হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রতিটি কৃষি অফিসে কৃষকদের জন্য আবেদন প্রদান করা হয়েছে।কৃষকদের ফসল বীমা যোজনা আটটি ফসলের মধ্যে বীমা প্রকল্প চালু করা আছে। যা কৃষকদের মধ্যে সচেতন করতে আরো বেশি সচেতন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশালগড় ব্লকের চেয়ারপারসনকে ছন্দা দেববর্মা। যে সকল ফসলের মধ্যে বীমা প্রকল্প চালু আছে তার মধ্যে আমন ধান, বোরো ধান আলু, টমেটো, ফুলকপি বেগুন ইত্যাদি। বিশালগড় মহাকুমার যে সকল কৃষক রয়েছেন তাদেরকে সকলকে কৃষি বীমার আওতায় আনা একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান বিশালগড় ব্লক চেয়ারপারসন ছন্দা দেববর্মা।

গোমতী জেলা হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুলাই।। আজ উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতলে সাফাই কর্মীদের হাতে হাসপাতাল পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে কিছু ঝাড়ু ও হ্যান্ড গ্লাভস ও ফিনাইল তুলে দেওয়া হয় বি জে পি ৩১ আর.কে.পুর মন্ডলের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি উদয়পুর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে আবর্জনা বা ময়লা ফেলানোর জন্য ২টি ময়লা ফেলানোর ট্রলি দেওয়া হয় উ মন্ডলের পক্ষ থেকে সামগ্রী গুলি প্রদান করেছেন ৩১আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস , সাথে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় বর্মন ,মন্ডল সদস্য অম্লান চৌধুরী ,যুব মোর্চার মন্ডল সাধারণ সম্পদক ভোলা দেব ,শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ কুলক চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কার্যকর্তা গন।পুর পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের টাউন সুপারভাইজার লিটন চক্রবর্তী।৩১ আর কে পুর মন্ডল এবং উদয়পুর পুর পরিষদের এইসকল সামগ্রী পাওয়ার ফলে হাসপাতাল পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনেকটাই উপকার হয়েছে বলে জানান হাসপাতালে সাফাই কর্মীরা। আগামী কিছু দিন হাসপাতালের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সামগ্রীর গুরত্ব অপরিসীম বলে অভিজ্ঞ মহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সতেরদিন ধরে নিখোঁজ শ্যামাপ্রসাদ কলোনীর যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্যামাপ্রসাদ কলোনির উড়িয়া পাড়ার এক যুবক ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও নিখোঁজ যুবকের হদিস মেলেনি।

পূর্ব থানার অন্তর্গত মহেশখলা শ্যামাপ্রসাদ কলোনির উড়িয়া পাড়ার ১৮ বছরের এক যুবক গত ১৭ দিন যাবৎ নিখোঁজ। তার নাম মনোরঞ্জন উড়িয়া।বাবার নাম স্বপন উড়িয়া। তার মার কাছ থেকে জানা যায় গত ২০ তারিখ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তার ছেলে মনরঞ্জন উড়িয়া।আসার কথা ছিল দুই থেকে তিন দিন পর। সে কাজে যাবে বলে তার মাকে বলে বেরিয়ে যায়।দুদিন পর ফোন করে তার মার সাথে কথা বলে। তারপর থেকেই কোন খোঁজখবর নেই। এমনকি মোবাইলও বন্ধ রয়েছে বলে জানান মনোরঞ্জনের মা। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রায় ১২ দিন পর পূর্ব থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তার মা পুষ্প উড়িয়া কোন উপায় না পেয়ে সাংবাদিকদের কাছে তার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার কথা তুলে ধরেন। নিখোঁজ ছেলেকে উদ্ধারের জন্য পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। ছেলেকে ফিরে না পেয়ে গভীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছেন অভাগিনী মা।

ত্রিপুরা পুলিশের ৩৯ জন কর্মীর এডহক পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা পুলিশে ৩৯ জনকে এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সরকারের পদোন্নতি রুলস-র ভিত্তিতেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে, ওই ৩৯ জন গ্রেড-১ পুলিশ কর্মী গ্রেড-২ হিসেবে পদোন্নতি পাচ্ছেন। তবে, তারা অন্যান্য কোন সুযোগ সুবিধা পাবেন না।

সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার পদোন্নতি রুলস প্রনয়ন করেছে। তাতে সমস্ত দফতরে যোগ্যদের এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থায়ী পদোন্নতি সম্ভব হচ্ছে না, কারণ পদোন্নতিতে সংরক্ষণ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ইতিপূর্বে টিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এখন পুলিশেও এডহক পদোন্নতির ব্যবস্থা করেছে ত্রিপুরা সরকার।

আজ ৩৯ জন টিপিএস গ্রেড-১ পুলিশ কর্মীর পদোন্নতির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯ জন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত, তপশিলি জাতির ৭ জন এবং ১৩ জন তপশিলি জনজাতি আধিকারিক পদোন্নতি পাচ্ছেন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তাদের বেতন কাঠামো একই থাকবে। এমনকি তারা বর্তমানে যে পদে কর্মরত রয়েছেন তাতেই বহাল থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাপেক্ষে পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে সিনিওরিটি বিবেচিত হবে না এবং স্থায়ী পদোন্নতি বলেও টা গণ্য করা হবে না।

সাংবাদিক কল্যাণে দুটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। রাজ্য মন্ত্রিসভা আজ রাজ্যের সাংবাদিকদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে দুটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এগুলি হল 'ত্রিপুরা সাংবাদিক সম্মান পেনশন প্রকল্প ২০২১' এবং 'সাংবাদিক পরিবার সুরক্ষা প্রকল্প ২০২১'।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানিয়ে বলেছেন, পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার ২০১২ সালে পেনশন প্রকল্প তৈরি করেছিল যা এক হাজার টাকা ছিল। ত্রিপুরায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পরে, পেনশন প্রকল্পটি ১৭ জুলাই, ২০১৮ এ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল এবং মাসে ১০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে চার জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক পেনশন প্রকল্পের আওতায় এই পরিমাণ টাকা পাচ্ছেন।

মন্ত্রিসভা আজ ত্রিপুরা সাংবাদিক সম্মান পেনশন প্রকল্প ২০২১ এবং সাংবাদিক পরিবর্ধন প্রকল্প ২০২১ দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। যেখানে সাংবাদিকরা অবসর গ্রহণের পর ১০,০০০ টাকা প্রতিমাসে পাবেন এবং অন্যদিকে কর্মরত সাংবাদিকের মৃত্যুতে পরিবারের সদস্য ৫,০০০ টাকা প্রতিমাসে পাবেন বলে যোগ করেন তিনি।

পেনশন পাওয়ার যোগ্য সাংবাদিকরা হলেন- ষাট বছর বয়সের পরে অবসর গ্রহণ, ন্যূনতম দশ বছরের জন্য এক্রিডিটেড সাংবাদিক, ইপিএফ ব্যতীত অন্য কোনও কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় পেনশন বা ভাতা উপভোগ করতে পারবেন না, ফৌজদারী মামলার কোনও রেকর্ড এবং পরিবারের আয় বছরে তিন লক্ষ টাকার কম হতে হবে।

পেনশনের যোগ্য সাংবাদিকদের পরিবারকে হতে হবে কমপক্ষে ১০ বছর ত্রিপুরার বাসিন্দা, ন্যূনতম সাত বছরের জন্য অনুমোদিত সাংবাদিক, মিডিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এআইএমএসএসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে অল ইন্ডিয়া এম এস এসের পক্ষ থেকে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস সহ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রতিপালন করা হয়। পেট্রোল , ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে অল ইন্ডিয়া এম এস এস নামে একটি নারী সংগঠন। সংগঠনের নেত্রী অভিযোগ করেছেন বর্তমান সরকার দেশবাসীকে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। প্রতিনিয়ত পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে মানুষকে সংকটে ফেলা হচ্ছে। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মানুষের আয় ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ না করে এভাবে মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি জটিল করে তোলা হচ্ছে। একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে প্রতিনিয়ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। রাজ্যে নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও বধূ নির্যাতনের ঘটনাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্দোলনকারী নারী সংগঠনটি। অবিলম্বে পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অল্পেতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেল বিশালগড় বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুলাই।। অল্পেতে ভয়াবহ আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেল বিশালগড় বাজার। মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় নিউ মার্কেট সংলগ্ন প্রদুল সাহার স্ত্রী যখন রান্নাঘরে যায় রান্না করতে তখন রান্নাঘরের গ্যাসটি লিকেস থাকায় তখন একটি বিকট শব্দ হয়। পরবর্তী সময়ে খবর যায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা। দমকল বাহিনীর চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে দমকল বাহিনীর কর্মীরা সময়মতো না আসলে বিশালগড় নিউ মার্কেট পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এআইএমএসএসের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন আগরতলায়। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

খাসিয়ামঙ্গলে আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশন নিয়ে একাধিক অভিযোগ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার আবর্জনা গুলি তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গল স্থিত সাতমাইল এলাকায় ডাম্পিং স্টেশনে স্তূপি করন করা হতো। সেই সুবাদে মঙ্গলবার পৌর এলাকার আবর্জনা নিয়ে পৌর পরিষদের তিনটি গাড়ি যায় ডাম্পিং স্টেশনে আবর্জনার স্তুপ ফেলার জন্য। তখন এলাকাবাসীরা ওই গাড়ি গুলিকে আবর্জনা ফেলার জন্য বাধা দেয় এবং গাড়ি গুলি ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

সেই মোতাবেক তিনটি গাড়ি চলে আসে পৌর পরিষদ অফিসে। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া পরিষদের ডেপুটি সি.ই.ও- এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল টি.এস.আর বাহিনী নিয়ে ডাম্পিং স্টেশনে রওনা দেয় আবর্জনা ফেলার জন্য। কিন্তু খাসিয়া মঙ্গল বি.এস.এফ ক্যাম্প সংলগ্ন আসা মাত্রই এলাকার লোকজন রাস্তা অবরোধ করে ওই আবর্জনা গাড়ি গুলিকে পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

এ নিয়ে এই এলাকার লোকজন সহ পার্শবর্তী গ্রামের লোকজনরা পুলিশের ও ডেপুটি সি.ই.ও-র সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করে।

এক সময় উত্তেজিত জনতা তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়ক অবরোধ করে। দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টা পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় সঙ্গে ছিলেন পৌর পরিষদের ডেপুটি সি.ই.ও।

দুই ঘন্টা পর প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়,যে এখানে আবর্জনা ফেলবেন না গাড়ি গুলো নিয়ে চলে আসে।

এখন প্রশ্ন থেকে গেল যে জায়গায় ৭ (সাত)বছর পূর্বে এই ডাম্পিং স্টেশন টি তৈরি হয়েছিল তখন এলাকাবাসীদের কোন বাধা দেয়নি অভিযোগ করেনি কিন্তু এখন কেন এমন পরিস্থিতির তৈরি হচ্ছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, শহরের আবর্জনা শহরে রাখা হোক। তাহলে এখানে কি কোন রাজনৈতিক দলের ইন্দন আছে কিনা এমন প্রশ্নটা থেকেই গেল। মূলত সরকারি উন্নয়নের কাজে একাংশ রাজনৈতিক দলের ইন্দনে ক্রমান্বয়ের সাথে ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়নের কাজ। যেটা স্পষ্ট হয়ে গেল মঙ্গলবার এলাকাবাসীদের বাধাদানের মধ্য দিয়ে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।